১ মে

বিশ্ব শ্রমিক দিবস

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৫ ◆ ২৮ এপ্রিল - ৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

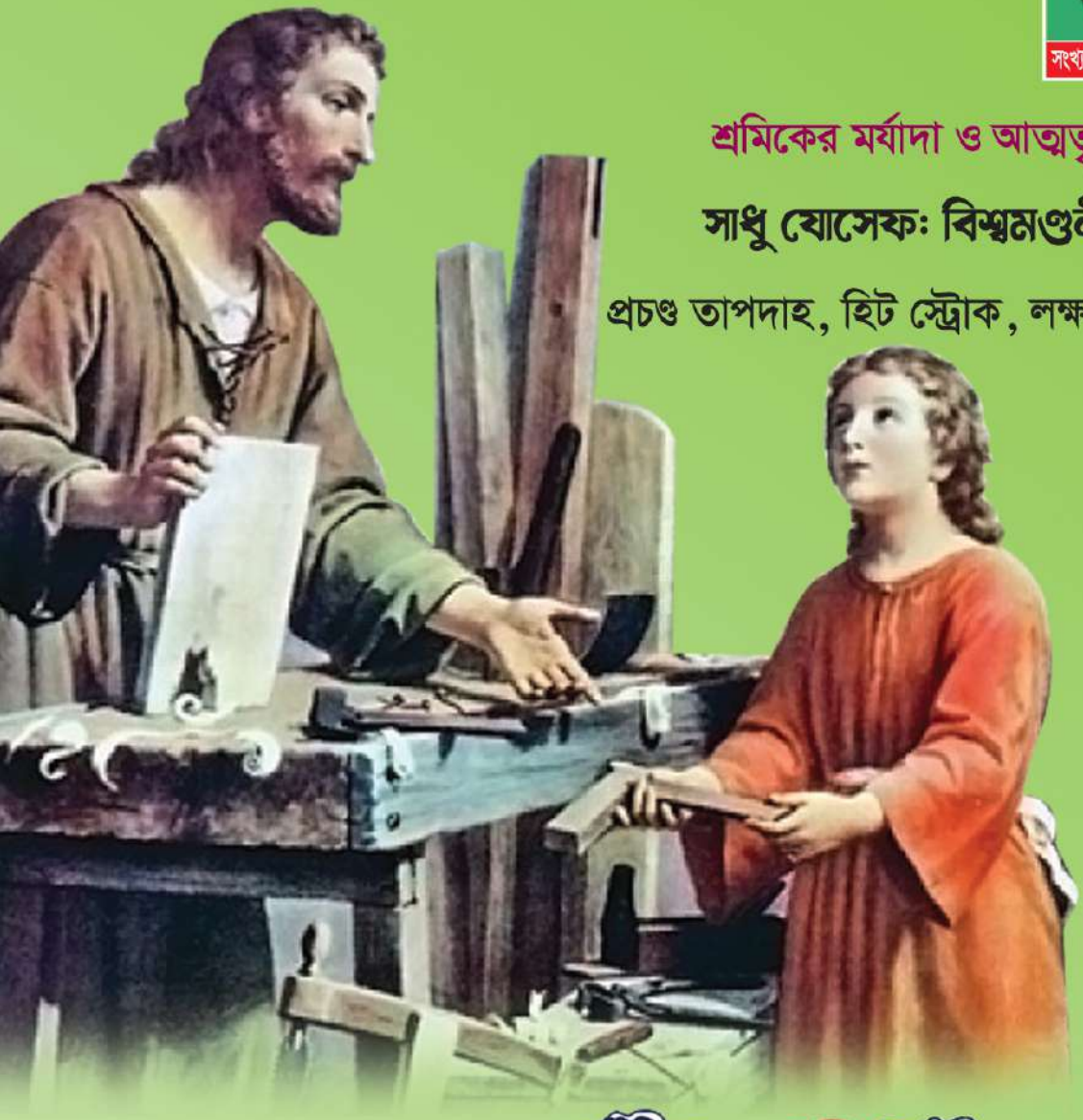

শ্রমিকের মর্যাদা ও আত্মতৃপ্তি

সাধু যোসেফ: বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক

প্রচণ্ড তাপদাহ, হিট স্ট্রোক, লক্ষণ এবং প্রতিরোধে করণীয়

মানবব্যক্তির সীমাহীন মর্যাদা

স্মৃতিতে চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল - সতত ও নিরন্তর

বেনেডিক্টা গমেজ
জন্ম: ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ফিরে এলো ৩০ এপ্রিল। সময় বলে তোমার চলে যাবার পঞ্চম বছর! কিন্তু তুমি সীমাহীন আকাশে অন্তহীন ও অনন্ত হয়ে আছো। চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর জেগে আছো তুমি আমাদের হৃদমাঝারে। সবার মনের মণিকোঠায় সযতনে রাখা চিরজীবী, অক্ষয় ও অমর স্মৃতি ও আদর্শের স্মৃতিসৌধ তুমি। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা- তোমার শক্তিশালী আশীর্বাদে আমাদের নিত্য ঘিরে রাখো, চালিত ও রক্ষা করো। সুন্দর ও সুরভিত, উদ্ভাসিত ও আলোকিত করো তোমার স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভায়। আমরা তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয় উজাড় করা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশীর্বাদ করো তোমার রেখে যাওয়া বাণীতেই যেন আমরা জয়ী হতে পারি।

চিরশান্তিতে থাকো তুমি।

তোমার স্নেহ ও আশিষধন্য-পরিবার

যেরোম - মনিকা গমেজ, অজিত - মনিকা ও স্বপ্ন গমেজ, অসীম - নিপা ও অংশীতা গমেজ, অসিত - কাঁকন - অতসী ও সপ্তর্ষি গমেজ ও সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

বেনেডিক্ট ভিলা
গ্রাম: তেঁতুইবাড়ি পো:অ: উলুখোলা
মঠবাড়ী মিশন, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ /৮৮/২৪

বিদেশে পড়াশোনা/ভিজিট/Work Permit ভিসা

AUSTRALIA/CANADA/ USA/ UK/ NEW ZELAND/ SCHENGEN STATES/ JAPAN/SOUTH KOREA & MALAYSIA-তে ভর্তি ও ভিসা।

* SEPTEMBER/OCTOBER INTAKE-এর জন্য APPLICATION -এর চূড়ান্ত সময় চলছে।
* IELTS OR WITHOUT IELTS মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

Visit Visa:

* আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Australia, Canada, Schengen States-সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি ।

Work Permit Visa:

* JAPAN / ITALY / MALTA / ROMANIA / SERVIA / MACEDONIA-সহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS
Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ /৮৯/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৫
২৮ এপ্রিল - ৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৫ - ২১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

দাবদাহে ম্রিয়মান শ্রমজীবীদের প্রতি হৃদয়ের উষ্ণতা বাড়াও

১ মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস। শ্রমের যথার্থ মর্যাদা দানের সাথে শ্রমিককে যথার্থ মানবিক মর্যাদা দানের আহ্বান রাখে এই দিবসটি। বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা নিয়ে বিশ্বের শ্রমিকেরা এই মে দিবস পালন করেন। তাই মে দিবস হলো দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সংকল্প গ্রহণের দিন। এই সংকল্প হলো সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্যের বিলোপ সাধন ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাকরণ। আমি নিজে ঠকবো না আর কাউকে ঠকাবো না - এবোধে প্রদীপ্ত হয়ে মালিক-শ্রমিক পথ চললে উভয় পক্ষই লাভবান ও সমৃদ্ধ হবেন। কেননা শ্রমিক মজুরিতে ও আর্থিক প্রণোদনায় খুশি থাকলে সে আরো বেশি কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে লাভও বাড়বে। শ্রমিক যখন বুঝতে পারবে সে মূল্যবান ও তার কাজের গুরুত্ব আছে তখন সে কাজের গতি বাড়াবে। সঙ্গতকারণে মালিককেও শ্রমিকের প্রতি দরদী ও মনোযোগী হতে হবে। শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। শ্রমিক কাজের প্রতি মনোযোগী হবেন আর মালিক জীবনের প্রতি। কাজ ও জীবনের মধ্যে যখন সমন্বয় আসবে তখন শ্রমজীবী ও কর্মদাতার মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে ১ মে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয়। এ পর্ব পালনের মধ্যদিয়ে শ্রম জীবনকে সম্মান দেখানো হয়। নীরবকর্মী সাধু যোসেফকে শ্রমিকদের প্রতিপালক হিসেবে দেওয়া হয় যেন শ্রমিকেরা ব্যক্তি ও কর্ম জীবনে বিশ্বস্ত হয়। কর্ম ও পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। অযথা কথা কাটাকাটি, মারামারি, দলবাজি, অলসতা-ফাঁকিবাজি, চাপাবাজি, উর্ধ্বতনদের তেলবাজি, দুর্নীতি ইত্যাদিতে নিমগ্ন থেকে শ্রমিকের শ্রমজীবনকে কলুষিত না করেন। আমরা সকলে যেন মনে রাখি এ জগতে আমরা সকলেই কর্মী। একেকজন একেক কাজের জন্য। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকে নির্দিষ্ট কাজ করতে পাঠিয়েছেন। সে কাজগুলো করার মধ্যদিয়ে আমরা একজন আরেকজনের মঙ্গল সাধন করি। তথাকথিত শ্রমজীবী মানুষেরাও তাদের শ্রমের মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনকে আরামপ্রদ ও মসৃণ করছেন। তাই শ্রমজীবীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এই শ্রমজীবী মানুষেরা যারা রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে আমাদেরকে আরামপ্রদ ও স্বাভাবিক ধারায় জীবন পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন তারা আজ ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী তাপদাহে শ্রমজীবীদের জীবন যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড রোদে শরীর পুড়ে যাবার মতো অবস্থা হলেও জীবিকা নির্বাহের জন্যে যুদ্ধে নামতে হচ্ছে শ্রমজীবীকে। লাইন ধরে তপ্ত রোদে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে যেতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে, শত সহস্র রিক্সাওয়ালা, বাইক রাইডার যাত্রীর অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে উপযোগী যথার্থ সিদ্ধান্ত নিলেও দিনমজুর শ্রমজীবীদের বিষয়টিও দরদ ও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। কাজ না করলে পরিবারে খাদ্য জুটে না আবার কাজে নামলে জীবন মৃত্যুর শংকাতে থাকে। এমনিতর অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সর্বসাধারণের হৃদয়ের উষ্ণতা আরো বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে তাদের কষ্টকর সেবাদানের কারণেই আমাদের পথচলাটা আনন্দদায়ক।

আমরা যখন শ্রমজীবীদের কষ্টটা লাগব বা দূর করার জন্য আর্থিক বা অন্যান্য সহায়তা দান করি, সুন্দর ও ভালো আচরণ করি তখন আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও শীতল স্পর্শ দান করি। যে স্পর্শে শ্রমজীবীরা অনুপ্রাণিত হয় ও যেকোন প্রতিকূলতা জয় করতে সাহসী হয়।

সমাজ, দেশ ও মণ্ডলী গঠনে সবার শ্রমই প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি দেশ ও জাতির জন্য শ্রমিকদের সকল অবদান। দেশের ও প্রবাসের সকল শ্রমজীবী মানুষ নিরাপদে ও শান্তিতে থাকুক। শ্রমিকদের প্রতিপালক সাধু যোসেফ তাদের মঙ্গল করুন।

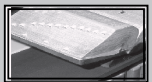

তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচ্না কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে॥ - যোহন ১৫:৭

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

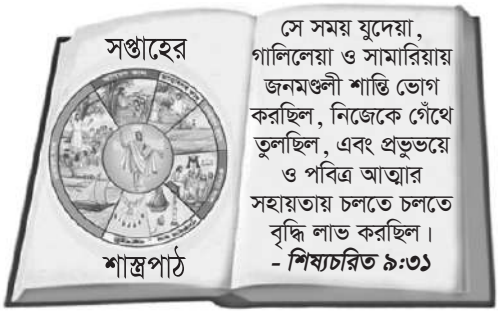

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৮ এপ্রিল - ৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৮ এপ্রিল, রবিবার

শিষ্য ৯: ২৬-৩১, সাম ২২: ২৫-২৬, ২৭, ২৯-৩১, ১ যোহন ৩: ১৮-২৪, যোহন ১৫: ১-৮

২৯ এপ্রিল, সোমবার

সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, কুমারী ও আচার্য, *স্মরণদিবস*

শিষ্য ১৪: ৫-১৮, সাম ১১৫: ১-৪, ১৫-১৬, যোহন ১৪: ২১-২৬

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*

১ যোহন ১: ৫---২: ২, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, লুক ১০: ৩৮-৪২

৩০ এপ্রিল, মঙ্গলবার

সাধু পঞ্চম পিউস, পোপ

শিষ্য ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১ক

১ মে, বুধবার

আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফ

শিষ্য ১৫: ১-৬, সাম ১২১: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*

আদি ১: ২৬ -- ২: ৩, বিকল্প: কল ৩: ১৪-১৫, ১৭, ২৩-২৪, সাম ৯০: ২-৪, ১২-১৪, ১৬, মথি ১৩: ৫৪-৫৮

বিশ্ব শ্রমিক দিবস (মে দিবস)

২ মে, বৃহস্পতিবার

সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*

শিষ্য ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১ **৩ মে,**

৩ মে, শুক্রবার

সাধু ফিলিপ ও সাধু যাকোব, প্রেরিতশিষ্য, পর্ব

১ করি ১৫: ১-৮, সাম ১৯: ১-৪, যোহন ১৪: ৬-১৪

৪ মে, শনিবার

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ এপ্রিল, রবিবার

+ ১৯৯৫ ব্রা.কন্সটান্ট ক্রুইলার্ড, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৯ এপ্রিল, সোমবার

+ ১৯৭৮ বিশপ দান্তে বাত্তালিয়েরিন এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৮৮ ফাদার আলবার্ট ব্লো সিএসসি
+ ২০০০ ফাদার আমাতরে আর্তিকো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৯ ফাদার আন্তন মুর্মু (রাজশাহী)

১ মে, বুধবার

+ ১৯৭০ ফাদার যোসেফ সেন্ট মার্টিন সিএসসি
+ ২০২৩ সিস্টার **মেরী শীলা** এসএমআরএ

২ মে, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৪৫ ফাদার বি. ভালেন্টিনো বেলজেরি (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সিস্টার ইউলালি মাঁসো সিএসসি

৩ মে, শুক্রবার

+ ১৯৬৬ ফাদার জেমস মেকগার্ভে সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার জুড কস্তেল্লো সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফাদার পল গমেজ (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার বারট্রাম নেলসন সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৪ মে, শনিবার

+ ১৯৭০ সিস্টার লাওরা থিভার্জ সিএসসি
+ ১৯৯৬ ফাদার লুইজি বেল্লিনী পিমে (দিনাজপুর)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭০৯: যে কেউ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে সে-ই ঈশ্বরের পুত্র হয়ে ওঠে। এই পোষ্য সন্তানত্ব, খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য সক্ষম করে তাকে রূপান্তরিত করে। এভাবে মঙ্গল করতে ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করতে তাকে সক্ষম করে। শিষ্য তার মুক্তিদাতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে এমন এক ভ্রাতৃপ্রেমের পরিপূর্ণতা অর্জন করে, যা হল পবিত্রতা । ঐশ কৃপার দ্বারা পরিপক্কতা লাভ ক'রে নৈতিক জীবন স্বর্গীয় গৌরবের শাশ্বত জীবনে বিকশিত হয়।

৬ ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ২৪.৩
৭ ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৫.২
৮ ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৭
৯ ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৬
১০ ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৩.১
১১ ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৩.২

সারসংক্ষেপ

১৭১০: "খ্রীষ্ট,... মানুষকে মানুষের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন এবং মানুষের সুমহান আহ্বান উদ্ভাসিত করেন"। (২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ২২.১)॥

১৭১১: আত্মিক প্রাণ, বুদ্ধিশক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা ভূষিত মানবব্যক্তি, তার গর্ভাবস্থা থেকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত ও অনন্ত স্বর্গসুখ লাভের জন্য নির্ধারিত। "যা-কিছু সত্য ও ভাল তার অন্বেষণ করে ও তা ভালবেসে" (২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৫.২) সে তার পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

১৭১২: মানুষের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা হল "ঐশ প্রতিমূর্তির মহান প্রকাশ" (২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৭।

১৭১৩: মানুষ সেই নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য যা তাকে "যা-কিছু ভাল তা করতে ও যা-কিছু মন্দ তা পরিহার করতে" (দ্র: ২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৬) অনুপ্রেরণা যোগায়। বিবেকের মধ্যে সেই নিয়ম বাণীরূপে শ্রুত হয়।

১৭১৪: আদি পাপের দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব বিক্ষত বলে মানুষ তার স্বাধীনতা ব্যবহারে ভ্রমশীলতার অধীন ও মন্দতার প্রতি আসক্ত।

১৭১৫: যে কেউ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে সে পবিত্র আত্মায় নবজীবন লাভ করে। নৈতিক জীবন ঐশ অনুগ্রহ দ্বারা বৃদ্ধিলাভ ক'রে ও পরিপক্ক হ'য়ে স্বর্গীয় গৌরবে পরিপূর্ণতা অর্জন করে।

ধারা - ২

পরমসুখের উদ্দেশে আমাদের আহ্বান

॥ ক ॥"সুখ-পন্থাসমূহ"

১৭১৬: যীশুর উপদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুখ-পন্থাসমূহ। এগুলো আব্রাহাম থেকে শুরু ক'রে মনোনীত জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহেরই পুনঃপ্রকাশ। এই সুখ-পন্থাগুলো প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করে - সু-বিন্যস্ত কোন একটা দেশ-লাভের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু স্বর্গরাজ্য লাভেরই মধ্য দিয়ে:

আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই ।
শোকার্ত যারা তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে ।
কোমলপ্রাণ যারা তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।
ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে।
দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।
শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে ।
ধর্মময়তার জন্য যারা নির্যাতিত, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে,
এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে।
আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর॥

ফাদার মিন্টু বৈরাগী

১ম পাঠ : শিষ্য ৯: ২৬-৩১

২য় পাঠ : ১ যোহন ৩: ১৮-২৪

মঙ্গলসমাচার : যোহন ১৫: ১-৮ পদ

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা আজ আমরা পালন করছি পুনরুত্থানকালের ৫ম রবিবার। আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ মঙ্গলসমাচারে যিশু বলেন, "আমি সত্যিকারের দ্রাক্ষালতা আর দ্রাক্ষাপালক হলেন আমার পিতা। প্রাচীনকালে প্রবক্তারা ইস্রায়েল জাতির তুলনা করেছিলেন ঈশ্বর রোপিত যত আঙ্গুর গাছের একটি ক্ষেতের সঙ্গে। আমরা পবিত্র বাইবেলে এ বিষয়ে আরও জানতে পারি: সামসঙ্গীত ৮০: ৮-১৬পদ, ইসাইয়া ৫: ১-৭ পদ, জেরেমিয়া ২:২১ পদ, এজেকিয়েল ১৫: ১-৮, ১৯: ১০-১৪ পদে। কিন্তু শেষে দেখা গেল ঈশ্বরের এত সাধের ওই সব আঙ্গুর গাছ প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি। যিশু বলেছেন তিনিই প্রকৃত আঙ্গুর লতা। পিতার রোপিত এই নতুন আঙ্গুর গাছটিতে সত্যিকার জীবনীশক্তি নিত্যই প্রবাহিত। আর তাই এর শাখা-প্রশাখায় ফল ধরবেই ধরবে। অবশ্য যদি শাখা-প্রশাখা গাছটির মূলকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে তার মানে, প্রভু যিশু হচ্ছেন নতুন ইস্রায়েলের প্রাণকেন্দ্র।

ফল দেওয়া শাখার ধর্ম। ফল দেওয়ায় যা কিছু বাঁধা সৃষ্টি করে আঙ্গুরচাষী তা বাদ দিয়েই শাখাটিকে আরও ফলশালী করে তোলে। শিষ্যদের অন্তরে যিশুর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি জাগিয়ে পাপের মোহ থেকে তাদের মুক্ত করে গিয়েছে। ফলবিহীন শাখা কেটে ফেলার কাথা সম্ভবত খ্রিস্টামণ্ডলীর সেই সকল সদস্যদের চিহ্নিত করে যারা অবাধ্য ও কলঙ্কপূর্ণ যারা পাপের অবস্থায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসেন ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য প্রতিনিয়ত আহ্বান জানান।

যিশুর মধ্যে থাকা ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকা অর্থাৎ খ্রিস্টবিশ্বাস ও আনুগত্যের বন্ধনে থ াকা। যিশু বলেন, "তোমরা যদি আমাতে থাক' যারা যিশুর বাণী গ্রহণ করে অর্থাৎ যিশুকে ঈশ্বরের প্রেরিতজনরূপে গ্রহণ করে এবং বাণী মেনে চলে, তাদের যাচ্না পূরণ করা হবে কেননা যিশুর কাজ ফলশালী করা। যারা যিশুর সংযোগে থাকে তারাই সেই দান পায় (*১ যোহন ৫:১৪ পদ*)।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা, আমরা তিন ভাবে যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি। প্রথমত: যিশুর নামে যখন আমরা সবাই একত্রিত হই, কেননা যিশু নিজেই আমাদেরকে এ কথা বলেছেন, "কেন না দুই-তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি।" (*মথি ১৮:২০পদ*)।

দ্বিতীয়ত: যিশুর বাণী শ্রবণের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি। যিশু বলেন "যে তোমাদের কথা শোনে সে আমারই কথা শোনে।" *(লুক ১০:১৬ পদ)*।

তৃতীয়ত: যিশুর দেহ রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে। যিশু বলেন, "যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে বাস করে আর আমি তার মধ্যে বাস করি।" (*যোহন ৬:৫৬পদ*)

তাই আসুন খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় জনেরা, যিশুই আমাদের প্রকৃত দ্রাক্ষালতা যাকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, জীবনে ফলশালী হতে পারিনা। তাই যিশুর সঙ্গে আমরা যেন সব সময় যুক্ত থাকতে পারি ও খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে পারি এটাই হোক আমাদের ধ্যান-জ্ঞান॥

নববর্ষ সমাচার

তপতী ভেরোনিকা

বাংলা আমার পান্তা ইলিশ, পায়েসে কচি লাউ
আমার বাড়ী তোমার দাওয়াত একটু বসে যাও
ক্ষাণিকটা সময় দাওগো যদি ঘুরিয়ে আনব মেলা
নেচে গেয়ে আনন্দেতে কাটাবে সারা বেলা
বৈশাখের এই বরণ মেলায় হাজারো বাঙালির ভীড়ে
সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব আর ভালোবাসা আছে ঘিরে
প্রাণের টানে প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাও যদি
খুশীর বন্যায় কানায় কানায় ভরবে জীবন নদী
দুটো পয়সা খরচা করলে পাবে অনেক কিছু
মানুষের সাথে মানুষের বাঁধন, নেই উঁচু নিচু
হরেক রকম সদাই নিয়ে, পরসা সাজিয়ে
কচিকাঁচা বাশের বাঁশী যাচ্ছে বাজিয়ে
শোভাযাত্রায় মুখোশ পরে হাঁটছে নর-নারী
হেঁটে হেঁটে দেবেই যেন সাত সমুদ্র পাড়ি
একতারা, দোতারা হাতে, গাইছে বাউল গান
মিলিয়াছে বাঙালি আনন্দ স্রোতে, এ যে প্রাণের টান
আরো দুটো পয়সা যদি, খরচা কর এবার
কুল্ফি মালাই, পাপড় ভাজা, মুড়ি মুড়কি পাবে দেদার
খাড়ু আর মুরলি মিঠাই সাজানো আছে, থরে থরে
কাগজের ঠোঙ্গায় ভরে সবায় নিয়ে যায় ঘরে ঘরে
বাদ্যি বাজনা আর কোলাহলে, কান ঝালাপালা
ধনী গরীব সব, নারীর মাথায়, রঙিন ফুলের মালা
এদিনটিতে সোনা হীরার নেইকো কোন দাম
প্রকৃতির দানে সেজে সবায় বাড়ায় বাংলার মান
রমনীরা সাজে রেশমি চুড়ি, সাদা শাড়ী লাল পেড়ে
ছোট সোনা ডুগডুগি হাতে চড়ছে বাবার ঘাড়ে
একটু যদি বামে ঘোর দেখবে কুমোরের দল
বাঘ ভাল্লুক আর হাতি ঘোড়ায় সাজিয়েছে আস্তাবল
চুড়ি ফিতে, আলতা টিপ সাজের জিনিস কত
গাটের পয়সায় কিনছে সবায় নিজের নিজের মত
নকশি কাটা তালের পাখা, সোলায় তৈরি জোকার
অল্প পয়সার দামী আনন্দে, চান্স নাই কোন ঠকার
ক্লান্তিবিহীন খুশির স্রোতে ভাসছে নর-নারী
ভুলে গেছে দিন শেষে ফিরতে হবে বাড়ী
যাওয়ার আগে ডানের মোচড়ে দেখবে নাগরদোলা
ছোট বড় ছেলেবুড়ো করছে ঘূর্ণিখেলা
দিনের শেষে ক্লান্ত পায়ে, এসো আমার ঘরে
বাঙালিয়ানায় সাজিয়েছি থালা, খাবার থরে থরে
খেতে দেব চিড়েমুড়ি দই মিষ্টি পাতে
বাংলার স্বাদ অমৃতের মত লেগে থাকুক সবার হাতে
আরো আছে মায়ের আদর বোনের হাতের রাখি
জন্ম জন্মান্তর আমরা যেন বাঙালি হয়েই থাকি।।

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সংখ্যা-১৪, পৃষ্ঠা ১৫'র ২য় কলামে নীচ থেকে ৪র্থ লাইনে সেমিনারীতে প্রবেশ ২০২১ এর পরিবর্তে ২০১১ হবে এবং বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ এর বিজ্ঞাপনে উপর থেকে ৪র্থ লাইনে ২০০৪ এর পরিবর্তে ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য দুঃখিত। - সম্পাদক

মানবব্যক্তির সীমাহীন মর্যাদা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

বিগত ৮ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, পোপের ধর্মতত্ত্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবব্যক্তির মর্যাদার বিষয়ে *"ডিগনিটাস ইনফিনিটা" ("সীমাহীন মর্যাদা")* শীর্ষক একটি "ঘোষণাপত্র" প্রকাশ করা হয়েছে। পোপ মহোদয় নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এমন একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন সেখানে মানবব্যক্তির মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে: যেমন দারিদ্র্য, অভিবাসী, নারীদের মর্যাদা, মানব পাচার, যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়। উক্ত বিষয়গুলি যেহেতু বহুল আলোচিত এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত আমি অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলি আলোচনায় অবতারণা করছি এবং সাথে সাথে উক্ত বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা কী? তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করার পূর্বে আরও একটি বিতর্কিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ সমকামীদের মিলন ও বিবাহ সম্পর্কে কাথলিক মণ্ডলীর সুস্পষ্ট যে-শিক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই:

সমকামী ও বিবাহিত জীবনে যারা অনিয়মের অবস্থায় আছে তাদের আশীর্বাদ সম্পর্কিত: বাইবেল এবং মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে সমকামীদের বিবাহ ঐশ পরিকল্পনার পরিপন্থী। ঈশ্বর পুরুষ ও নারী হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হবে সেটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং মণ্ডলীর ঐতিহ্যগত শিক্ষা। সমকামীদের প্রতি মণ্ডলী তার ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শন করে। তাদের জন্য মণ্ডলী প্রার্থনা করতে পারে এবং এমন কি আশীর্বাদও করতে পারে – যেমন মণ্ডলী করে থাকে সবার জন্য। কিন্তু সমকামীদের তথাকথিত বৈবাহিক সম্পর্ককে বা মিলনকে সাক্রামেন্তীয় আশীর্বাদ দান করা যাবে না কেননা তা ঐশপরিকল্পনার পরিপন্থী এবং বিবাহটি সাক্রামেন্তীয় বিবাহ নয়। একই যুক্তিতে যারা বিবাহিত জীবনে অনিয়মের মধ্যে আছে, যেমন মণ্ডলীর বিধিসম্মত বিবাহের বাইরে যারা আছে তারা আশীর্বাদ চাইলে তাদেরকেও আশীর্বাদ করা যেতে পারে। এ আশীর্বাদ কোনভাবেই সাক্রামেন্তীয় আশীর্বাদ নয়। (DICASTERY FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Declaration *Fiducia Supplicans* On the Pastoral Meaning of Blessings, 18th December, 2023.)

বর্তমান দলিলের বিষয়গুলি উল্লেখ করে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার সারাংশ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি মাত্র। বিশদ আলোচনা করার পরিকল্পনা এই ছোট লেখার মধ্যে নেই।

পোপ ফ্রান্সিস সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার মর্যাদা অনুসারে জীবন যাপন করার অধিকার এবং সমন্বিত ভাবে তার উন্নয়ন সাধন করার অধিকার রাখে। এটা তার মৌলিক অধিকার যা কোন মানুষ ও দেশ অস্বীকার করতে পারবে না। সীমাবদ্ধতা নিয়ে বা পরবর্তীতে কোন কারণে ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধতা আসলে অথবা তার কোন উৎপাদন ক্ষমতা না থাকলে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানব মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করার অধিকার আছে। এই অধিকার তার মানবসত্তাগত অধিকার।

মানব ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করা মানব ব্যক্তির মর্যাদার প্রকৃতির একটা গৌণ বিষয় নয়। মানবব্যক্তির মর্যাদা বাস্তব করার মাধ্যমেই মানব মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং তার উৎকর্ষ সাধন হয়।

মানুষের জীবনের সূচনা ও অস্তিত্ব থেকে মানবব্যক্তির এমন এক মর্যাদার অধিকারী যা সত্তাগত ও অলঙ্ঘনীয় এবং যা অনস্বীকার্য। তার ব্যক্তিমর্যাদা বিকশিত হবে বা অপ্রকাশিত থাকবে, তা কিন্তু মানুষের স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

মানুষের মর্যাদার ভিত্তি কোথায়? ঘোষণাপত্রটি তিনটি ভিত্তিমূল উল্লেখ করেছে: প্রথমত, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট; দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টের মানবদেহধারণের মাধ্যমেই মানুষের পূর্ণ মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয়ত, অন্তিমকালে ঈশ্বরের সাথে মানুষের পূর্ণ মিলনের প্রতিশ্রুতি।

মণ্ডলী ঘোষণা করে যে, ব্যক্তি ও সমাজ, বিবেক ও সত্য, অভিজ্ঞতা ও ধর্মতত্ত্ব, জীবনের প্রশ্ন ও সামাজিক/অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও মানুষের গণমঙ্গল, প্রভৃতির মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য কিছু নেই। এর ফলে মণ্ডলীর শিক্ষায় ধর্মবিশ্বাস ও মানবমর্যাদার মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই।

১. **দারিদ্র্য:** দারিদ্র্য মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে। দারিদ্রের কারণে মানুষ তার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে, দারিদ্র্য বিমোচন করে মানুষের মর্যাদা ও তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এটাও অন্যায় যে, মানুষ যত ধনী হচ্ছে গরীব ও ধনীদের মধ্যে সমতা ও দূরত্ব বেশি বাড়ছে। এ দিকে সবাইকে খেয়াল রাখার মানবিক মর্যাদার দাবি।

২. **যুদ্ধ-সংঘাত:** পূর্বে যেমন বর্তমানেও তেমনি যুদ্ধ-সংঘাত হচ্ছে আরেকটি মহা বিপর্যয় যা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করছে; এর সাথে আছে, ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠির নির্যাতন ও সহিংস আঘাত। আত্মরক্ষার নামে চলছে যুদ্ধ; যার ফলে কত মানুষ জীবনে রক্ষা পাচ্ছে না। কোন যুদ্ধই ন্যায্য নয়। সব যুদ্ধই মানব জীবনের পরিপন্থী।

৩. **অভিবাসীদের দুঃখকষ্ট:** অভিবাসীরা দারিদ্র্যের প্রথম শিকার। তাদের মাত্র মর্যাদাহানিই হচ্ছে না, তারা তাদের পারিবারিক জীবন, কর্মসংস্থান ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রত্যেক অভিবাসী তো একজন মানবব্যক্তি যার অলঙ্ঘনীয় কিছু চাহিদা আছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের প্রতি এমন আচারণ করা হয়, তাতে বুঝা যায় যে, তারা কম যোগ্য, তাদের গুরুত্ব কম, তারা মানুষ বলে গণ্য নয়। জাতি-ধর্ম-বংশ নির্বিচারে তাদের মানবীয় মর্যাদা রয়েছে যা তাদের প্রাপ্য অধিকার।

৪. **মানব-পাচার:** মানবপাচার মানব-মর্যাদা লঙ্ঘনের মধ্যে একটি মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, মানুষ নিয়ে ব্যবসা করা একটি ঘৃণ্য অপরাধ। অতএব মণ্ডলী ও মানবসমাজ মানুষের অঙ্গ এবং টিস্যু, ছেলে-মেয়েদের যৌন নির্যাতন, শ্রম-দাসত্ব, যৌনকর্ম বা পতিত-প্রথা, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র-ব্যাবসা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র, প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে।

৫. **যৌন নিপীড়ন:** যৌন নিপীড়ন এমন একটি আঘাত যার ফলে যে ভুক্তভোগী তার দেহ-মন-আত্মায় ক্ষত সৃষ্টি করে। তাদের মানব মর্যাদায় আজীবনের জন্য একটা ক্ষত সৃষ্টি হয় যা কোন ভাবে প্রতিকার করা যায় না। এই জন্যেই মণ্ডলী অনবরত যৌন নিপীড়ন, বিশেষ করে নাবালকদের যৌন নির্যাতনের অবসান করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

৬. **নারী নির্যাতন:** নারী নির্যাতন একটি বৈশ্বিক কেলেঙ্কারি। প্রায় সব দেশেই তা রয়েছে। নারী মর্যাদা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসমতা এখনও বিরাজমান। অনেক দেশেই পুরুষের মতো নারীরা মর্যাদা পায় না। নারীরা একদিকে সমাজে গণ্য নয়, দুর্ব্যবহার এবং নানা সহিংসতার শিকার হয়, আবার অন্যদিকে তাদের অধিকার রক্ষা করার দাবি থেকে বঞ্চিত হয়।

৭. **জেন্ডার থিওরি (লিঙ্গ সম্বন্ধে মতবাদ):** মণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক মানব ব্যক্তি – তার যৌন চরিত্র যা-ই হোক না কেন – তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং

তাকে মর্যাদা দান করতে হবে। যৌন-চরিত্রের পার্থক্যের কারণে তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। লিঙ্গ সমতার দোহাই দিয়ে অনেকে নিজের যৌন-চরিত্র পরিবর্তন করতে আগ্রহী। যৌন জীবন-চরিত্র ঈশ্বরের দান। সেই দানকে কোন প্রকার স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি করে তা হলে তা ঈশ্বর-বিরোধী কাজ হবে। পুরুষ ও মহিলার সত্তাগত বিভিন্নতা ঈশ্বরের দান এবং গণমঙ্গলের জন্য তা ব্যবহার করতে হবে। এই বিভিন্নতা কোন আদর্শবাদ অনুসরণ করে পরিবর্তন করা যাবে না। যৌন বিভিন্নতা ছাড়া পরিবারের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি শূন্য হয়ে যাবে। জেন্ডার মতবাদ যেন কোন পুরুষ ও নারীর যৌন-চরিত্র ক্ষুন্ন না করে।

৮. **গর্ভপাত:** মণ্ডলী সর্বদা শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, জীবনের সূচনা মুহূর্ত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত, জীবন ধারণের অধিকার প্রত্যেক মানবব্যক্তির আছে। এই অধিকার তার সহজাত, মৌলিক ও প্রকৃতিগত অধিকার। এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এ কারণে মণ্ডলী সর্বদা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। কিন্তু অদ্যকার জগতে এই অধিকারের অবমাননা ও বঞ্চনা অহরহ ঘটছে এবং এমন কি অনেক দেশে গর্ভপাতের সমর্থনে দেশের আইন প্রণীত হচ্ছে। কিন্তু মানবিক, নৈতিক এবং মাণ্ডলিক শিক্ষা হচ্ছে কোন কারণে শিশুর গর্ভপাত মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের পরিপন্থী।

৯. **নারীর গর্ভভাড়া:** বিশেষ বিশেষ কারণে, কেউ কেউ অন্য নারীর গর্ভ ভাড়া করে সন্তান জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্ত নারীর এবং শিশুর মানবিক মর্যাদা লঙ্ঘন হয়, সন্তান জন্মদানে মানবিক সম্পর্ক ও ভালোবাসার স্থান থাকে না, পরিস্থিতির শিকার করে মানবদেহকে শুধু যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন নারী স্বেচ্ছায় অথবা অন্যের দ্বারা প্ররোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এরূপ ক্রিয়া নারীর মর্যাদা নষ্ট করে।

১০. **যন্ত্রণাকাতর রোগীর মৃত্যু ঘটানো (ইউথানাজিয়া) এবং আত্মহত্যায় সহযোগিতা:** মানব মর্যাদা লঙ্ঘনের আরেকটি বিষয় আধুনিক কালে বেশ বিস্তৃতি লাভ করছে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, মানব জীবন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ। অন্য কোনো ভালোর কারণে জীবন শেষ করে দেওয়া অথবা, আত্মহত্যার জন্য কাউকে সাহায্য করা কোনভাবে নৈতিক আচরণ হতে পারে না। অনেকে মনে করে যে, "মর্যাদাসম্পন্ন ক্রিয়ার দ্বারা মৃত্যু ঘটানো" অর্থাৎ ইউথানাজিয়া একটি উত্তম কাজ। জীবন শেষ করে জীবনের সেবা করা যায় না – এটা পরস্পর বিরোধী। মানব মর্যাদার দাবি যে, কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সেবা ও যত্ন পায়, কষ্টবেদনার উপশম অনুভব করে, পালিয়েটিভ সকল যত্ন সে যেন লাভ করতে পারে। কারো জীবনের দুঃখভোগ লাঘব করার জন্য আত্মহত্যা যেমন কাম্য নয়, ঠিক সেরূপ, সেই কাজে কাউকে সহযোগিতা করাও অমানবিক।

১১. **প্রতিবন্ধীদের অবহেলা:** যারা বিভিন্ন ভাবে প্রতিবন্ধী তাদের মর্যাদা দান করা, তাদেরকে দূরে ফেলে না রাখা, তাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া ও সেবা করা মানবিক মর্যাদা দানের অঙ্গভূক্ত। তারা যেন সমাজ ও মণ্ডলীতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের মর্যাদা দান করা। প্রতিবন্ধীরা মানুষের ভালোবাসা ও সেবায় অগ্রাধিকার লাভ করবে।

১২. **জেন্ডার থিওরি (লিঙ্গ সম্বন্ধে মতবাদ):** মণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক মানব ব্যক্তিকে – তার যৌন চরিত্র যা-ই হোক না কেন – তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তাকে মর্যাদা দান করতে হবে। যৌন চরিত্রের পার্থক্যের কারণে তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। লিঙ্গ সমতার দোহাই দিয়ে অনেকে নিজের যৌন চরিত্র পরিবর্তন করতে আগ্রহী। যৌন জীবন-চরিত্র ঈশ্বরের দান। সেই দানকে কোন প্রকার স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি করে তা হলে তা ঈশ্বর-বিরোধী কাজ হবে। পুরুষ ও মহিলার সত্তাগত বিভিন্নতা ঈশ্বরের দান এবং গণমঙ্গলের জন্য তার ব্যবহার করতে হবে। এই বিভিন্নতা কোন আদর্শবাদ অনুসরণ করে পরিবর্তন করা যাবে না। যৌন বিভিন্নতা ছাড়া পরিবারের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি শূন্য হয়ে যাবে। কোন জেন্ডার মতবাদ যেন পুরুষ ও নারীর যৌন চরিত্র যেন ক্ষুন্ন না করে।

অনেক দেশ আছে যারা মুখে মুখে নারীর সমতার কথা বলে অথচ সেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে বাস্তবে রয়েছে অনেক অসমতা যা খুবই আশঙ্কাজনক। ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মণ্ডলী জোরপূর্বক ভ্রুণহত্যা ও বহুবিবাহের নিন্দা করছে। সাম্প্রতিককালে নারী অমর্যাদার বিরুদ্ধে মণ্ডলী প্রতিবাদ করছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৩. **যৌন-চরিত্র পরিবর্তন:** যৌন-চরিত্র পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের সকল সৃষ্টির পূর্বে আছে ঈশ্বর দ্বারা করা সৃষ্টি যা আমরা দান রূপে পেয়েছি। যৌন-চরিত্র পরিবর্তনের প্রচেষ্টা মানবব্যক্তির মর্যাদাকে লঙ্ঘন করে।

১৪. **ডিজিটাল প্রযুক্তি আঘাত:** ডিজিটাল প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে এবং মানবব্যক্তির মর্যাদা বিকাশে সহায়তা করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দেখা যায় যে, ডিজিটাল প্রযুক্তি আবার এমন এক জগত সৃষ্টি করছে যেখানে শোষণ, ব্যক্তিবর্জন এবং সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যের সুনাম, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ও চরিত্র হনন করছে; একাকীত্ব, ধান্ধাবাজ, শোষণ সৃষ্টি করছে; ডিজিটাল মিডিয়া আসক্তি, বিচ্ছিন্নতা ও বাস্তবতা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করছে; পর্নোগ্রাফি ও যৌন নির্যাতন বৃদ্ধি করছে, ইত্যাদি। এ সবকিছুর ডিজিটাল উন্নয়নের কুফল যা মানুষের মর্যাদাকে আঘাত করছে।

পরিশেষে উপরোক্ত বিষয়গুলি জাতিসংঘ দ্বারা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত ***"মানব অধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণা"*** *শীর্ষক দলিলে* অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আজও এই দলিলের প্রতি মণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। জাতিসংঘের এই মাস্টার প্ল্যানমূলক দলিল অনুসারে মণ্ডলী তার বর্তমান দলিলে *(ডিগনিতাস ইনফিনিটা)* আবেদন জানাচ্ছে যে, মানবব্যক্তির মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা যেন সর্ববিষয়ে স্বীকৃত হয় এবং মানবসমাজের গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল আইন ও বিধি প্রণয়নে কেন্দ্রীয় মনোযোগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা যেন নিশ্চিত হয়।

১৬ এপ্রিল, ২০২৪

Sources:

01. Dicastery for the Doctrine of the Faith, Declaration: "Dignitas Infinita", On Human Dignity, 8th April, 2024.

02. Gerrard O'Connel, New Vatican Doc 'Dignitas Infinita': What it says on gender theory, surrogacy, poverty and more, 8th April 2024.

03. Bill McCormick, S.J., "Dignitas Infinita" is clear: Human Dignity is under threat – and Catholics are called to action, April 09, 2024.

04. DICASTERY FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Declaration *Fiducia Supplicans* On the Pastoral Meaning of Blessings, 18th December, 2023.

সাধু যোসেফ : বিশ্ব মণ্ডলীর প্রতিপালক

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

১. পবিত্র বাইবেলে সাধু যোসেফ

পবিত্র বাইবেলে যোসেফ নামটি অতি পরিচিত এবং এই নামটি বাইবেলে ২০০ বারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। মা মারীয়া ব্যতীত অধিকাংশ সাধু-সাধ্বীদের নামে একটি পর্ব রয়েছে। সাধু যোসেফের নামে মাতা মণ্ডলী দু'টি পর্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তা মহাপর্ব হিসেবে আখ্যায়িত। ১৯ মার্চ ধন্য কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ এবং ১ মে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বমূল হিব্রু শব্দ 'ইয়োসেফ' থেকে নামটি এসেছে। যোসেফ নামের আক্ষরিক অর্থ "তিনি 'ইয়াওয়ে' যোগ করবেন"। কাথলিক মণ্ডলীতে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘ ও ব্যক্তি মানুষের নাম যোসেফ রয়েছে। সাধু যোসেফের মতো ভক্তি ভালোবাসা ও আস্থা স্থাপনের কারণেই তাঁর জীবনাদর্শে প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠিত।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে সাধু যোসেফের পরিচয়ে বলা হয়; "মারীয়ার স্বামী যোসেফ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ" (*মথি ১:১৯*)। স্বর্গদূতের নির্দেশ "দাউদ সন্তান যোসেফ তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করতে ভয় কর না" (*মথি ১:২০*)। ধর্মনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত এবং ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি নীরবে সকল দায়িত্ব পালন করেন।

২. সাধু যোসেফের পরিচয়

- পুরাতন নিয়মে ২০০ বার যোসেফ নামটি পাওয়া যায়। নতুন নিয়মে যোসেফ নামটি পাওয়া যায় মারীয়ার স্বামী যোসেফ হিসেবে। বাংলাদেশে যোসেফ নামটি জনপ্রিয় এবং অনেকগুলো ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে যোসেফ।
- যোসেফ ছিলেন অনন্য সুন্দর ও ইহুদি যুবক সহজ-সরল, ধার্মিক। তিনি দাউদ বংশ থেকে জাত (*মথি ১:১৭*)
- যোসেফ মারীয়ার স্বামী: যাকোবের সন্তান ও মারীয়ার স্বামী যোসেফ (*মথি ১:১৬*)।
- যোসেফ যিশুর পালক পিতা। চারটি মঙ্গলসমাচারে যিশুকে যোসেফের সন্তান যিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (*দ্রষ্টব্য মথি ১৩:৫৫; মার্ক ৬:১-৬; লুক ৪:১৬-৩০; যোহন ৬:৪২*)।
- যোসেফ ছুতোর মিস্ত্রি: কঠোর পরিশ্রমী, স্বামী ও পিতা। "ওকি সেই ছুতোরের ছেলে নয়?" (*মথি ১৩:৫৫*)।

৩. সাধু যোসেফ: বিশ্ব মণ্ডলীর প্রতিপালক

পোপগণের শিক্ষা অনুযায়ী সাধু যোসেফ হলেন পরিবারের রক্ষক ও বিশ্ব মণ্ডলীর প্রতিপালক। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ সাধু দশম পিউস (*১৯০৩-১৪*) 'সাধু যোসেফের লিতানী বা স্তব' প্রার্থনা করার অনুমতি দান করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ যোহন (*১৯৫৮-১৯৬২*) সাধু যোসেফকে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার 'স্বর্গীয় প্রতিপালক ও রক্ষকরূপে' ঘোষণা দেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ৮ ডিসেম্বর পোপ ৯ম পিউস (*১৮৪৬-৭৮*) প্রৈরিতিক পত্রের মাধ্যমে সাধু

যোসেফকে 'বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক' হিসেবে ঘোষণা দেন। তিনি ঘোষণায় বলেন, "ঈশ্বর তাঁর পরম বিশ্বস্ত সেবককে যে সুমহান মর্যাদা দান করেছেন, সে জন্য মণ্ডলীও সর্বদা তাকে ঈশ্বর জননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার পরে সর্বোচ্চ সম্মান বা মর্যাদা এবং প্রশংসায় ভূষিত করেছেন"। ডমিনিকান সন্ন্যাসী ইসিদোর সাধু যোসেফকে, 'সংগ্রামরত মণ্ডলীর প্রতিপালক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ লিও (*১৮৭৮-১৯০৩*) তাঁর প্রৈরিতিক পত্রের মাধ্যমে সাধু যোসেফকে শ্রমিকদের প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকদের আন্দোলনের পর ১ মে বা শ্রমিক দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধু যোসেফকে শ্রমিকদের প্রতিপালক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি Rerum Novarum' নামক সার্বজনীন পত্রে উল্লেখ করেন, "খ্রিস্টমণ্ডলী কেন ব্যাখ্যাতীতভাবে সাধু যোসেফকে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালকরূপে আখ্যায়িত করেন এবং কেন তার পুণ্য মধ্যস্থতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং তত্ত্বাবধান কামনা করে এর বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। যেহেতু সাধু যোসেফ বাস্তবিকই ছিলেন কুমারী মারীয়ার স্বামী এবং যিশুর পিতা। আর এখান থেকেই সকল মর্যাদা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা এবং মহিমার উৎপত্তি"।

৪. পিতৃগণের শিক্ষায় সাধু যোসেফ

মণ্ডলীর পিতৃগণের শিক্ষার মধ্যে সাধু যোসেফের ভূমিকা ও অবদানের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পোপগণও সাধু যোসেফের বিভিন্ন গুণাবলীর আলোকে প্রৈরিতিক পত্র লিখেছেন।

- সাধু আগষ্টিন (*৩৫৪-৪৩০*) সাধু যোসেফ সম্পর্কে বলেন, "যোসেফ মারীয়ার স্বামী একথা সত্য। যদিও আমরা তাঁকে ঈশ্বরপুত্রের পিতা বলে থাকি; কিন্তু তিনি যিশুর জাগতিক পিতা ছিলেন না; কারণ একজন দৈহিকভাবে নয় কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসা দ্বারা পিতা হয়ে উঠতে পারেন। যোসেফ তেমনি যিশুর পিতা হয়েছিলেন তাঁর স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে; দৈহিক ক্ষমতা দিয়ে নয়। যিশুর বংশ তালিকায় যোসেফকে প্রকৃত পিতা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, সেটি কিন্তু রক্ত-মাংসের বিবেচনায় নয়"।
- সাধু টমাস আকুইনাস (*১২২৫-১২৭৪*), "মনিবের মতো আদেশ দিয়ে নয়; বরং সেবক-সেবিকা হিসেবে সকল সাধু সাধ্বীই স্বর্গে সুখ ও ক্ষমতা লাভ করেছেন। এদের মধ্যে সাধু যোসেফই কেবল ব্যতিক্রম। কেননা পৃথিবীতে স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা যিশু খ্রিস্ট তাঁরই অধীনে বেড়ে উঠেছেন, তাঁর আদেশ মেনে চলেছেন; তাই স্বর্গে সাধু যোসেফ সকল সাধু সাধ্বীদের মধ্যে তাঁর পুত্র স্বর্গাধিরাজ যিশুর দ্বারা লাভ করবেন সর্বোচ্চ সম্মান"।
- সাধু আম্ব্রোজ (*মৃত্যু ৩৯৭*) বলেন, "জন্মগত অর্থে নয় বরং মারীয়াকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করায় মারীয়ার স্বামী হিসেবে যোসেফ যিশুর পালক পিতা"।
- সিজারিয়ার সাধু বাসিল বলেন, "মারীয়া তাঁর স্বামী পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ যোসেফকে তাঁর জীবনের রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং যোসেফও ঈশ্বরপুত্র যিশুর মা মারীয়ার কুমারীত্বকে স-সম্মানে রক্ষা করেছিলেন"।
- নাজিয়ানজের সাধু গ্রেগরী বলেন, "আলো

জ্বালাতে এবং দীপ্তি ছড়াতে সাধু-সাধ্বীগণ যে আদর্শ তুলে ধরেন ঈশ্বর যোসেফকে সূর্যের মতোই সেই আলোক সজ্জায় সজ্জিত করেছেন।

- সাধু বার্ণাড বলেন, "সকল পুরুষের মধ্যে ঈশ্বর সাধু যোসেফকে বেছে নিয়েছেন তাঁর পুত্রের জননী কুমারী মারীয়ার রক্ষক এবং শিশু যিশুর পালক পিতা হওয়ার জন্যে। ঈশ্বরের মানব মুক্তি পরিকল্পনায় পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেন সাধু যোসেফ"। এছাড়া আরো অনেক সাধু-সাধ্বীদের লেখায় যোসেফের কথা পাওয়া যায়।

৫. পোপগণের শিক্ষায় সাধু যোসেফ

পোপ ত্রয়োদশ লিও (*১৮৮৯-১৯০৪*) বলেন, "সকল সাধু সাধ্বীদের মধ্যে মারীয়ার পরেই সাধু যোসেফের স্থান সবার উপরে"। আধুনিক যুগের নানা ধরনের মতবাদ ও মণ্ডলীর বিরুদ্ধে শিক্ষার মধ্যে পোপগণ সাধু যোসেফকে অন্যতম একজন আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। পোপ নবম পিউস (*১৮৪৬-১৮৭৮*) তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে সাধু যোসেফকে মণ্ডলীর প্রতিপালক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তী পোপগণ পোপ ত্রয়োদশ লিও (*১৮৭৮-১৯০৩*), পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট (*১৯১৪-১৯২২*), পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন (*১৯৫৮-১৯৬৩*), পোপ ষষ্ঠ পল (*১৯৬৩-১৯৭৮*), পোপ দ্বিতীয় জন পল (*১৯৭৮-২০০৫*), পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (*২০০৫-২০১৩*) তাদের প্রৈরিতিক পত্র ও বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে সাধু যোসেফের কর্মনিষ্ঠা ও ধর্মনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. যোসেফের গুণাবলী

প্রথমত তিনি ছিলেন নীরব কর্মী এবং প্রার্থনাশীল ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাঁর অনেক গুণাবলির মধ্যে সাহসিকতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, নম্রতা, পিতাদের আদর্শ, দরিদ্রতার সাধক, ন্যায় পরায়ণতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি। এছাড়া সাধু যোসেফের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাধ্যতা, ক্ষমা, ত্যাগস্বীকার ও দূরদর্শিতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

৭. সাধু আন্দ্রে ব্যাসেট (১৮৪৫-১৯৩৭) ও সাধু যোসেফ

কানাডিয়ান নাগরিক আন্দ্রে ব্যাসেট পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন ব্রাদার হিসেবে ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি স্বল্প শিক্ষিত ও একজন দ্বার রক্ষক হিসেবে বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাধু যোসেফের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য পালনের সাথে সাথে সাধু যোসেফের নিকট প্রার্থনা করতেন এবং পরবর্তীতে সাধু যোসেফের অরাটরি নামে একটি আশ্রম খুলেছেন। সাধু যোসেফের উপর নির্ভর করে তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে আশ্চর্য কাজ ও নিরাময় করতেন। আন্দ্রে ব্যাসেটের প্রতিষ্ঠিত মন্ট্রিয়ালের আশ্রমের ভক্তবিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্দ্রে ব্যাসেট সাধু যোসেফের বিষয়ে বলেন, "ছোট্ট রং তুলিগুলি দিয়ে একজন শিল্পী অতি চমৎকাররূপে আঁকতে পারেন অনন্য সুন্দর ছবি"। তিনি আরো বলেন, "আমার মনে পড়ে না যে সাধু যোসেফের কাছে কখনোও কোন সাহায্য প্রার্থনা করে শূণ্য হাতে ফিরেছি, বরং সেই মুহূর্তে আমার প্রার্থনার ফল পেয়েছি। তাই বলছি আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাধু যোসেফের কাছে যাও"।

৮. সাধু যোসেফের সপ্তশোক

নীরবকর্মী সাধু যোসেফ জীবনের বিভিন্ন ধাপে দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা করেছেন। প্রধান সাতটি শোক হলো: ১. মারীয়া সম্পর্কে সন্দেহ উদ্বেগ (*মথি ১:১৯*), ২. চরম দারিদ্রতায় যিশুর জন্ম (*লুক ২:৭*), ৩. যিশুর পরিচ্ছেদন ও রক্তপাত (*লুক ২:২১*, ৪. সিমেয়োনের উক্তি (*লুক ২:৩৪*), ৫. মিশরে পলায়ন (২:১৩), ৬. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও উদ্বেগ (*মথি ২:২২*), ৭. যিশুকে মন্দিরে হারানো (*লুক ২:৪৫*)।

৯. প্রতিপালক সাধু যোসেফ

অসংখ্য গুণের অধিকারী হওয়ার ফলে সাধু যোসেফ একই সাথে শ্রমিক, পিতা, তীর্থযাত্রী, কাঠমিস্ত্রি, প্রবাস, ভ্রমণকারী, নির্যাতিত, পরিবার ও মণ্ডলীর প্রতিপালক। (ক). শ্রমিকদের প্রতিপালক (খ). পিতাদের প্রতিপালক (গ). তীর্থযাত্রীদের প্রতিপালক (গ). অভিবাসী ও উদ্ভাস্তুদের প্রতিপালক (ঘ). ভ্রমণকারীদের প্রতিপালক (ঙ). সুখী মৃত্যুর প্রতিপালক।

১০. সাধু যোসেফের নিকট প্রার্থনা

কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে সাধু সাধ্বীদের মাধ্যমে প্রার্থনা করার রেওয়াজ অতি পুরোনো। সাধু সাধ্বীগণ হলেন পুণ্যবান ব্যক্তি যারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাদের মধ্যে ভক্তবিশ্বাসী ঐশ অনুগ্রহ কৃপা লাভ করেন। সাধু পল তার পত্রে বলেন, "যা কিছু সত্য, যা কিছু শ্রদ্ধারযোগ্য যা কিছু পুণ্য পবিত্র, যা কিছু ভালোবাসার যোগ্য, যা কিছু শোভন সুন্দর যার মধ্যে কিছু সৎগুণ আছে, প্রশংসা করার মতো কিছু আছে তাই হোক তোমাদের ধ্যান জ্ঞান" (*ফিলিপ্পীয় ৪:৮*)। সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত প্রার্থনা রয়েছে: সাধু যোসেফের নিকট নবাহ প্রার্থনা, সাধু যোসেফের স্তব বা লিতানী, সাধু যোসেফর পবিত্র প্রতিকৃতির প্রতি ভক্তি ইত্যাদি। বিশ্বের অনেকগুলো স্থানেই সাধু যোসেফের নামে তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। এছাড়া সাধু যোসেফের নামে অনেকগুলো স্থান বা শহরও রয়েছে।

১১. সাধু যোসেফের কাছে যাও

Patris Corde নামক প্রৈরিতিক পত্রের মাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিস সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা সাধু যোসেফের কাছে যাও"।

- 'যোসেফের কাছে যাও'। আর যোসেফের কাছে যেতে ও সন্তান হিসাবে আমরা শিখতে পারি-
- 'যোসেফের কাছে যাও' কিভাবে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান হতে হয়;
- 'যোসেফের কাছে যাও' আর শিখ কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়;
- 'যোসেফের কাছে যাও' আর শিখ কিভাবে প্রার্থনা করতে ও পরম পিতার বাধ্য হতে হয়;
- 'যোসেফের কাছে যাও' আর শিখ জ্ঞানে ও বয়সে কিভাবে বেড়ে উঠতে হয়;
- 'যোসেফের কাছে যাও' আর শিখ কিভাবে পিতামাতাকে সম্মান করতে হয়;
- 'যোসেফের কাছে যাও' আর শিখ কিভাবে মানুষের ও ঈশ্বরের ভালোবাসা পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে হয়।

১২. যোসেফের মতো হওয়া

সাধু যোসেফ সম্পর্কে আর্চবিশপ উল্লাথ্রোন (*১৮০৬-১৮৮৯*) বলেন, "সাধু যোসেফ ছাড়া কি আর কোন সাধু আছেন যার জীবন ধ্যান করে একজন পুরোহিত এমন পবিত্রতা, বাধ্যতা ও স্নেহময় পিতার আদর্শ পেতে পারেন? সাধু যোসেফের কাছ থেকেই পরিবারের একজন পিতা বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালনের আদর্শ গ্রহণ করতে ও তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন"। খ্রিস্টমণ্ডলীতে কিছু কিছু সাধু সাধ্বী রয়েছেন যারা জ্ঞানী, ধ্যানী, ত্যাগী, গুণী (সাধু আগষ্টিন, ফ্রান্সিস দ্য সালস্ , থোমাস আকুইনাস, আভিলার সাধ্বী তেরেজা, পোপ দ্বিতীয় জন পল, মাদার তেরেজা) তাঁদের মতো হয়ে ওটা অনেকেরই সম্ভাবনা কিন্তু সহজ-সরল ও বিশ্বাসী সাধু-সাধ্বীদের জীবনাদর্শ অনুকরণ করে ধার্মিক ও সাধু হওয়া যায়। অনুকরণীয় সাধু-সাধ্বীগণ হলেন, সাধু এন্ড্রু ব্যাসেট, সাধু যোসেফ, সাধু মার্টিন, সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা, সাধ্বী যোসেফিনা বাখিতা। আমাদের জীবনের মৌলিক আহ্বান হলো সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষ হওয়া। সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় মন কর্মনিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষ হওয়ার প্রচেষ্টা জাগরিত হোক।

সহায়ক গ্রন্থ

- ফাদার যোহন মিন্টু রায় 'সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক', প্রতিবেশী প্রকাশনী ঢাকা, ২০২১।
- ফাদার দিলীপ এস. কস্তা 'মিলন ধ্যানে জীবন উৎসব' প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩।
- ইন্টারনেট: উইকিপিড়িয়া॥

ধৈর্যশীল সাধু যোসেফ

ব্রাদার সৌরভ লিওনার্ড কস্তা সিএসসি

সাধু যোসেফ হলেন বহু গুণে গুণান্বিত একজন মহান ব্যক্তি। তার ব্যক্তিত্বে ছিল বহু গুণের সমাহার, ধৈর্য্যশীলতা তার মধ্যে একটি। এই গুণটিই তাঁকে যিশু খ্রিস্টের পালক পিতা হয়ে মুক্তির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। সাধু যোসেফের ছিল ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি - ভালোবাসা। তিনি সর্বদা ঈশ্বরের কথা বোঝার চেষ্টা করতেন; যা আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। ঈশ্বরের কথা বোঝা খুব সহজ নয়। ঈশ্বরের কথা বোঝার জন্য প্রয়োজন প্রচুর প্রার্থনা ও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা; যা সাধু যোসেফের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সাধু যোসেফ ছিলেন একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি। আমরা যদি এই মহান ব্যক্তির জীবন নিয়ে একটু ধ্যান করি, তবে আমরা তা খুব সহজেই বুঝতে পারব। মঙ্গলসমাচারেও আমরা দেখতে পাই সাধু যোসেফ ছিলেন ধৈর্যশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

সাধু যোসেফ ছিলেন একজন ছুতোর মিস্ত্রি (*মথি ১৩:৫৫*)। সাধু যোসেফের কাজই ছিল কাঠ দিয়ে নানা ধরনের আসবাবপত্র প্রস্তুত করা। আমরা জানি যে, কাঠের কাজ করতে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়; কেননা কাঠের কাজ ধৈর্য্য নিয়ে সুক্ষভাবে করতে হয়। সাধু যোসেফের অনেক ধৈর্য্য ছিল বলেই তিনি তা করতে পেরেছিলেন।

কুমারী মারীয়া যিশুর জননী হয়েছিলেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে (*মথি ০১: ১৮-২৫*)। সাধু যোসেফ এই সংবাদটি পেয়েছিলেন স্বর্গদূতের কাছ থেকে ঘুমের সময় স্বপ্নের মাধ্যমে। তবুও তিনি তা বিশ্বাস করেছেন ও মারীয়াকে তার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। যে কোনো পুরুষের জন্য এমন ঘটনা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার; যে নারীর সাথে তার বিয়ে হবার কথা বিয়ের পূর্বেই সে গর্ভবতী। যদি এমন ঘটনা বর্তমান কালে ঘটতো তবে মনে হয় কোন পুরুষই তা গ্রহণ করতো বলে মনে হয় না। তবে সাধু যোসেফের ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ছিল বলেই তিনি মারীয়াকে বিয়ে করে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি যদি তখন নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পন না করতেন, মারীয়াকে বিয়ে করে ঘরে না আনতেন, ধৈর্য ধরে ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার চেষ্টা না করতেন, তবে মুক্তির ইতিহাস পূর্ণতা পেত না, বাধাগ্রস্ত হত। কিন্তু সাধু যোসেফের ধৈর্য এবং 'হ্যাঁ' মুক্তির ইতিহাসে পূর্ণতা দান করে।

যিশুর জন্মের পরে রাজা হেরোদ যিশুকে মেরে ফেলার পরিকল্পণা করেছিলেন (*মথি ০২:১৩-১৫*)। তাই ঐ রাতেই যোসেফ মারীয়াকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যান। এখানেও যোসেফ স্বপ্নে স্বর্গদূতের আদেশ পেয়েছিলেন। স্বপ্নাদেশ পাবার পর তিনি কোনো প্রশ্ন করেননি, কেন তার সাথেই এমন হচ্ছে। বরং নীরবে সব কিছু সহ্য করেছেন। ধৈর্য ধরে ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিনি শিশু যিশুর প্রাণ রক্ষা করে হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর রহস্যের রক্ষাকর্তা।

সাধু যোসেফ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। প্রতি বছর তিনি জেরুসালেমে যেতেন নিস্তার উৎসবে যোগ দিতে (*লুক ০২:৪১-৫০*)। যোসেফ শ্রদ্ধার সাথে সকল নিয়ম - কানুন পালন করতেন। ধর্মীয় এসকল নিয়ম - কানুন পালন করতে যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন হয়; যা সাধু যোসেফের মধ্যে ছিল বলেই তিনি তা করতে পেরেছিলেন। যিশুর বয়স যখন বার বছর পূর্ণ হল তখন যোসেফ মারীয়া যিশুকে নিয়ে মন্দিরে যান নিস্তার উৎসবে যোগ দিতে। যিশু নিস্তার উৎসব পালনের পর সেখানেই রয়ে গেলেন। তিন দিন পর যোসেফ মারীয়া তাঁকে মন্দিরে খুঁজে পেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের রাগ করার কথা। মারীয়া তাই যিশুকে প্রশ্ন করে বলেছিলেন,"খোকা, আমাদের সাথে তোমার এ কেমন ব্যবহার?" (*লুক ০২: ৪৮*) কিন্তু যোসেফ কোনো কথা না বলেই সব সহ্য করেছেন, ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে চেষ্টা করেছেন। হয়তোবা বুঝতে চেষ্টা করেছেন এই ঘটনার পেছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি?

যিশুর প্রচারকার্য শুরুর পরে হয়তো যোসেফ শাস্ত্রী, ফরিশিদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনেছেন। তবুও তিনি যিশুর প্রচারকার্যে বাঁধা দেননি। তিনি নীরবে সব কিছু সহ্য করেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে। সাধু যোসেফ এখানেও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সুতরাং, পবিত্র বাইবেলের আলোকে আমরা বলতে পারি, সাধু যোসেফ ছিলেন একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি। এই মহান ব্যক্তি জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন বলেই তার জীবনে সফলতা এসেছিল। তিনি যদি কঠিন পরিস্থিতিগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা না করতেন তবে মুক্তির ইতিহাস তথা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাঁধাপ্রাপ্ত হত। সাধু যোসেফের ধৈর্যশীলতার এই মহৎ গুণটি 'মুক্তির ইতিহাস' তথা 'ঈশ্বরের পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করেছে। সাধু যোসেফের জীবন থেকে আমরা যদি তার ধৈর্যশীলতার গুণটি নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করতে পারি, তবে তাঁর জীবনের মত আমাদের জীবনেও সফলতা আসবে। বিবাহিত হয়েও যিনি চিরকুমার, ঈশ্বরের জননীর সামাজিক সম্মান যিনি পবিত্রভাবে রক্ষা করেছেন, যিনি বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন, ঈশ্বরের আদেশের প্রতি যিনি চির বিশ্বস্ত ছিলেন, সেই মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী মহাসাধক সাধু যোসেফের প্রতি অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা॥

শ্রমিকের মর্যাদা ও আত্মতৃপ্তি

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

মানব সভ্যতার যে ক্রমবিস্তার, অপার সৌন্দর্য বর্ধন এবং গুণগত উন্নয়নের যে বিপ্লব তা কেবল সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে। তাদের এই সাধনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদিত হোক। নিরলস পরিশ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকেরা কেবল পারিশ্রমিকই নয় তাদের আত্মতৃপ্তির ভাণ্ডারও পূর্ণ থাকুক।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ন্যায্য মজুরি ও দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জমায়েত হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে মৃত্যুবরণ করা শ্রমিকদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মে মাসের এক তারিখে "মে দিবস" পালন করা হয়। এই দিবসটি পালনের মাধ্যমে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যাতে শ্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রমজীবী মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কতটা কষ্টের হতে পারে তা আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন উৎপাদনমুখি কলকারখানা, রাস্তাঘাট ও বাড়ি নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, ফেরিওয়ালা ও বাজারের বিক্রেতা, রিক্সা ও অন্যান্য যানবাহনের চালক এবং মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া মানুষের দিকে তাকালে দেখতে পাই। খেটে খাওয়া প্রতিটি মানুষের শ্রমের মূল্য অনেক বেশি ও সম্মানের; কিন্তু আমরা যারা অফিস আদালতে আরাম কেদারায় বসে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করি তারা অনেকেই উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঐ সকল শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় সুনিশ্চিতভাবে ভূমিকা পালন করি না।

পৃথিবীতে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন, অন্যায্যতা, মজুরীর বৈষম্য, অধিকহারে কায়িক পরিশ্রম করতে বাধ্য করার প্রবণতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মকর্তারা এখনও শ্রমিকদের নিম্নশ্রেণির মানুষ ভেবে অনেক ক্ষেত্রে দাস হিসেবে ব্যবহার করছেন; তাদের শারীরিক ও মানসিকতার প্রতি চালাচ্ছে জোর-জুলুম। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এখনও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায়, বিভিন্ন দাবী আদায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সোচ্চার হতে দেখা যায়।

কেবল বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা ও স্বাভাবিক পর্যায়ের কর্মঘণ্টা নির্মাণই নয়, শ্রমিকদের প্রতি নমনীয় আচরণ প্রদর্শন, শ্রমিকদের আত্ম-মানসিক উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে প্রশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা অনেক বেশি দরকার। কারণ তাদের ঘামে ভেজা ক্লান্ত শরীরের উপরই গড়ে ওঠে মানব সভ্যতা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন। তাদের প্রতি ভালোবাসা, মানবিক হওয়া, সদয় আচরণ করা, তাদের জন্য নিশ্চিত নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা প্রতিটি মালিক ও কর্মকর্তার নৈতিক দায়িত্ব এবং এটি মানবিক গুণাবলীরই অংশ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যত রকম খাদ্যবস্তু ও প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে তা সৃষ্টির মূলে রয়েছে শ্রমিকের অগাধ শ্রম ও আত্মবিসর্জন। বলতে গেলে আমাদের পুরো জীবন গঠনের যে মূল উপাদান আমরা ভোগ করি তা শ্রমিকের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও আত্মত্যাগের ফল। প্রতিষ্ঠানে মালিক-শ্রমিক পদের ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু মানে-সম্মানে ও সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য না রেখে বরং সকলকে সমপর্যায়ের বিবেচনায় রাখতে হবে। মালিক পক্ষকে শ্রমিকের কাজের প্রশংসা করতে হবে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে, তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে; এতে শ্রমিকদের আত্মতৃপ্তি ও মনোবল এবং কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। মালিক-শ্রমিক পার্থক্য কখনেই আমাদের মানসিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না বরং পদের মর্যাদা ও সম্পর্কের উদারতা আমাদের আত্ম-উন্নয়ন ও মানবিকতার উন্নয়ন ঘটায়।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য, প্রিয়জন, সেই পরিবারের আশার আলো; তাদের আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে তার পুরো পরিবার। সে তার নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। সেই খেটে খাওয়া স্বল্প ও নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের পরিবারগুলোর লড়াই ও জীবন ধারণের চিত্র খুবই করুণ ও বেদনা মিশ্রিত। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী প্রদানে বিঘ্ন ঘটানো, তাদের প্রতি অন্যায্যতা সৃষ্টি করা কখনোই কাম্য নয়; এটি মানব কল্যাণ ও আদর্শের পরিপন্থি, এর ফলাফল কেবল সেই পরিবারে প্রতি দীর্ঘশ্বাস বাড়িয়ে দেয় না বরং তাদের প্রতি অন্যায্যতা, অনৈক্য, অমানবিক আচরণ আমাদের নৈতিকতা ও মানবিকতার চরম বিপর্যয় ঘটায়।

সকল শ্রেণির মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্য দূর করে পরস্পর প্রতিটি সম্পর্কের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে আমাদের চির সুন্দরের ও সাম্যের বিপ্লব ঘটাতে হবে। প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান অটুক রেখে সৃষ্টির প্রতি আমাদের সেবার মনোভাব বাড়াতে হবে, সকল শ্রেণির পেশার প্রতিও সম্মান, গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতে হবে।

আমাদের চারপাশে নানা পেশার শ্রমজীবী মানুষ রয়েছেন যারা তাদের দেহ ও মস্তিষ্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিরত উন্নয়ন সাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। আত্ম অহংকার নয়, বরং মালিক-শ্রমিক পরস্পর ভাই সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার কথা প্রতিটি ধর্মেই বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শ্রমিকের আত্মতৃপ্তি ও শ্রমের মর্যাদা দিলে সেখানকার আত্মিক-মানবিক ও সামগ্রিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে সেই সাথে আমাদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে, প্রশংসিত হবে আমাদের মনুষ্য চরিত্রের॥

প্রচণ্ড তাপদাহ, হিট স্ট্রোক, লক্ষণ এবং প্রতিরোধে করণীয়

সারা দেশে প্রচণ্ড দাবদাহ বয়ে যাচ্ছে। দেশের কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। সারা দেশেই গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, আর গরমের উৎপাতে দিশেহারা মানুষ এবং প্রাণিকুল। এছাড়া নানা রকম অসুখবিসুখে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই। তবে কয়েক দিনে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

গরমের সময়ের একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যার নাম হিট স্ট্রোক। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী, প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে ঘাম বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, তাকে হিট স্ট্রোক বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। কোনো কারণে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ত্বকের রক্তনালি প্রসারিত হয় এবং অতিরিক্ত তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনে ঘামের মাধ্যমেও শরীরের তাপ কমে যায়; কিন্তু প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র পরিবেশে বেশি সময় অবস্থান বা পরিশ্রম করলে তাপ নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব হয় না। এতে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় এবং হিট স্ট্রোক দেখা দেয়।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো

সাধারণত হিট স্ট্রোক হওয়ার কিছু সময় আগে শরীরে অত্যধিক তাপমাত্রা, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, ঝিমুনি, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হয়। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে আরও কিছু উপসর্গ দেখা যায়। যেমন চামড়া লালচে হয়ে যাওয়া, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, হাঁটায় অসুবিধা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, ঘাম বন্ধ হয়ে যাওয়া, ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়া, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, বমি, অসংলগ্ন কথাবার্তা বা আচরণ, ঘন ঘন শ্বাস, নাড়ির দ্রুত গতি, চোখের মণি বড় হওয়া, খিঁচুনি ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

কাদের বেশি হয়

প্রচণ্ড গরমে ও আর্দ্রতায় যে কারো হিট স্ট্রোক হতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যেমন:

(১) শিশু ও বৃদ্ধদের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম থাকায় হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া বয়স্ক ব্যক্তিরা যেহেতু প্রায়ই বিভিন্ন রোগে ভোগেন যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস, কিডনি, লিভার বা হার্টের রোগী, স্ট্রোক বা ক্যানসারজনিত রোগে যারা ভোগেন, এমনকি যে কোনো কারণে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম কিংবা নানা ওষুধ সেবন করেন, যা হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

(২) যারা দিনের বেলায় প্রচণ্ড রোদে কায়িক পরিশ্রম করেন, তাদের হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। যেমন কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক।

(৩) শরীরে পানিস্বল্পতা হলে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

(৪) কিছু কিছু ওষুধ হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়, বিশেষ করে প্রস্রাব বাড়ানোর ওষুধ, বিষণ্নতার ওষুধ, মানসিক রোগের ওষুধ ইত্যাদি।

প্রতিরোধের উপায়

গরমের দিনে কিছু নিয়ম মেনে চললে হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যায়। ঢিলেঢালা হালকা রঙের সুতি কাপড় পরা। যথাসম্ভব ঘরের ভেতরে বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকতে হবে। রোদে বাইরে যাওয়ার সময় টুপি, ক্যাপ অথবা ছাতা ব্যবহার করা উচিত। প্রচুর পরিমাণ পানি বা খাওয়ার স্যালাইন অথবা ফলের রস পান করতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী পানীয় যেমন চা ও কফি যথাসম্ভব কম পান করা উচিত। গ্রীষ্মকালে তীব্র ও দীর্ঘ শারীরিক পরিশ্রম অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। রোদে দীর্ঘ সময় ঘোরাঘুরি করা যাবে না।

২৪ ঘন্টায় অন্তত তিন লিটার পানি পান করুন। শরীরে পর্যাপ্ত পানি মজুত থাকলে ঘাম হলেও ডিহাইড্রেশন হবে না। সাধারণ পানি খেতে না চাইলে কম চিনির শরবত, খাবার স্যালাইনও কাজে আসবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে পানির পরিবর্তে কোল্ড ড্রিঙ্ক বা বোতলজাত জুস খেলে চলবে না। এই ধরনের পানীয় শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ করে না।

গ্রীষ্মের রসালো সবজি বা ফল রাখতে পারেন খাদ্য তালিকায়। যেমন লেটুস, শসা, তরমুজ, আনারস, কমলালেবু, আখ, জামরুল এবং পুদিনা গরমের জন্য আদর্শ।

সকালে এক গ্লাস হুইট গ্রাস জুস পান করতে পারেন। আবার অনেকে নানা ধরনের সবজির রসও খেয়ে থাকেন। স্বাদ বাড়াতে এতে সামান্য বিট লবণ মিশিয়ে নেয়া যেতে পারে।

নানা ধরনের সুস্বাদু কোল্ড ডিঙ্কস ঢক ঢক করে পান করা একেবারেই উচিত নয়। রিফাইন্ড খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। কারণ এ ধরনের খাবার রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যাতে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনাও বাড়ে।

খাবার তালিকায় রাখুন ডিমের সাদা অংশ, টকদই, ডাল, অলিভ অয়েল এবং বাদাম।

পেঁয়াজ শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। তবে রান্না করার পরিবর্তে কাঁচা পেঁয়াজ বেশি উপকারী।

খাবার তালিকা তৈরিতে কিছু জিনিসকে অবশ্যই প্রাধান্য দেন। যতটা সম্ভব হালকা, পুষ্টিকর, কম তেল এবং মশলাযুক্ত খাবার গ্রহণ করুন। তৈলাক্ত খাবার, রেড মিট, কফি, অ্যালকোহল, সিগারেটের অভ্যাস ত্যাগ করুন। রাতের খাবার যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

আক্রান্ত হলে কী করণীয়? প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগে যখন হিট ক্র্যাম্প বা হিট এক্সহসশন দেখা দেয়, তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ সম্ভব। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই যা করতে পারেন তাহলো-

(১) দ্রুত শীতল কোনো স্থানে চলে যান। যদি সম্ভব হয়, ফ্যান বা এসি ছেড়ে দিন।

(২) ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলুন। সম্ভব হলে গোসল করুন।

(৩) প্রচুর পানি ও খাবার স্যালাইন পান করুন। চা বা কফি পান করবেন না।

কিন্তু যদি হিট স্ট্রোক হয়েই যায়, তবে রোগীকে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে, ঘরে চিকিৎসা করার কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে রোগীর আশপাশে যারা থাকবেন তাদের করণীয় হলো -

(৪) রোগীকে দ্রুত শীতল স্থানে নিয়ে যান।

(৫) তার কাপড় খুলে দিন।

(৬) শরীর পানিতে ভিজিয়ে দিয়ে বাতাস করুন। এভাবে তাপমাত্রা কমাতে থাকুন।

(৭) সম্ভব হলে কাঁধে, বগলে ও কুচকিতে বরফ দিন।

(৮) রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে খাবার স্যালাইন দিন।

(৯) দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

(১০) গরমে শিশুদের জন্য ঝুঁকিটা বেশি। শিশুদের বেশি বেশি পানি খাওয়াতে হবে। তারা যেন রোদের মধ্যে অনেক বেশি দৌড়ঝাপ না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

হিট স্ট্রোকে অনেক সময় বড় ধরনের ক্ষতি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। গরমের এই সময়টায় তাই সাবধানে থাকতে হবে। দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও হাসপাতালে ভর্তি করে সঠিক চিকিৎসা নেওয়া গেলে বেশির ভাগ রোগীই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে॥

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক প্রথম আলো

একজন অলকা

সুনীল পেরেরা

নবোঢ়া নিঃসন্তান সোনার প্রতিমাসম কুলবধূ অলকা বাইন। স্নিগ্ধ মধুর মুখমণ্ডল। গোলাপের পাপড়ির মত টুসটুসে পাতলা ঠোঁট। চোখে দীঘির মত কালো গভীরতা। হলুদমাখা গায়ের রং। কালো মেঘের মত পিঠভরা লম্বিত চুল। দেহে ভরা যৌবনের ঢল থৈ থৈ করছে, বিয়ের সাত বছর পরও। এই রূপ, তার গায়ের মাংস, তার আজন্ম শত্রু। হরিণীর যেমন প্রধান শত্রু তার গায়ের মাংস, তেমনি অলকাও বুঝতে পেরেছিল যে, রূপ যৌবনই তার প্রধান শত্রু।

জল-জঙ্গলে ভরা শান্ত শ্যামল পাড়াগাঁ। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে অলকা। সব সময় হাসিতে কিরণ ছড়িয়ে কথা বলত। রূপের মধ্যে ছিল স্নিগ্ধতা, চোখে মুখে ছিল কৈশোরের সারল্য। তার কোন ঠাকঠমক কোন দিনই ছিল না। কথায় আভরণে সর্বদাই ছিল সংযত।

পাশের গায়ের সুশ্রী, প্রাণবন্ত যুবক সীমান্তর সাথে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। সীমান্ত কক্সবাজারের সি বীচে এক হোটেলে ওয়েটারের চাকরি করে। কলেজ পড়ুয়া অলকা তারপরও সীমান্তকে বিয়ে করেছিল। সীমান্তর সংসারে তেমন কিছুই ছিল না। অসুস্থ বাবা জীবিত কালেই জমি-জিরাত সব বিক্রি করে চিকিৎসা করেছে। উপরন্ত বেশ কিছু টাকা ঋণও করেছিল। কিন্তু শত চেষ্টার পরও বাবাকে বাঁচাতে পারেনি। বাবার মৃত্যুর পর চাকরি করে বাবার ঋণ শোধ করে দাঁড়াতে গিয়ে বিয়ের সময় আবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সম্পদ বলতে ভিটেবাড়ি সংলগ্ন এক টুকরো জলাজমি। তারপরও সীমান্ত মা ও বউকে নিয়ে সুখেই ছিল। সীমান্ত বিয়ের পর দুইবার বৌকে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ছুটিতে বাড়ি এলেই সাগরের রূপ নিয়ে গল্প করত। প্রথমবার গিয়ে সমুদ্রের গর্জনে ভয়ে সারারাত ঘুমুতে পারেনি। বিকেলে যখন হাঁটতে যায় সাগরে তখন জোয়ারের গর্জন। সেই মেঘ-মেদুর অপরাহ্নে হটাৎ করে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে। ঝুম বৃষ্টিতে নেচে ওঠে সাগরের পানি। শ্রাবণের প্রকৃতি কাঁপিয়ে বর্ষা নামে রাজার মত আয়েশ করে, আওয়াজ দিয়ে। এ বৃষ্টি প্রাণবন্ত। কখনো সে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সৈকতে চলে আসে, আবার কখনো বাতাসের স্রোতে গভীর জলে মিশে যায় ঝুমুর নৃত্যের তালে। দু'জনে জড়াজড়ি করে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই হোটেলে ফিরে এসেছিল সেদিন।

পরের বছর বর্ষায় ছুটিতে এসেই সীমান্ত বৌকে বলে, এইবার তোমাকে নিয়ে সাগর পাড়ে জ্যোৎস্না স্নান করব! সে আবার কী? বিস্ময়ে প্রশ্ন করে অলকা। সীমান্ত রহস্য করে বলে, গেলেই বুঝতে পারবে। এই পুর্ণিমার চান্দেই নিয়ে যাবো। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখতে হলে সাগর পাড়ে যেতে হয় চাঁদনী রাতে।

অমা! কাইল বাদে পড়শু পূর্ণিমা। আনন্দে নেচে ওঠে অলকার মন।

সাগর পাড়ে শ্রাবণের পূর্ণিমা, অলকার মনে হয় এ যেন অন্য কোন গ্রহের পূর্ণিমা। ঝকঝকে আকাশে ঠাণ্ডা গোলগোল নধর চাঁদের গা বেয়ে ঝরে পড়া স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাচ্ছে পুরো সাগর। প্রতিটা ঢেউ যেন রূপোর মুকুট পড়ে ছুটে আসে পায়ের কাছে। জ্যোৎস্নায় ঝাউবনের ছায়া পড়েছে সাগর পাড়ের বালুকা বেলায়। সারা সাগর পাড়ে যেন মানুষের হাট বসেছে। মানুষে মানুষে থিক্ থিক্ করছে। অলকার মনে কেবলই মুগ্ধতা। সাদা ধপধপে আকাশে চাঁদের হাটে তারার মেলা বসেছে। আলোয় আলোয় ফেটে পড়েছে পুরো প্রান্তর।

রাতে বিছানায় কেবলই জ্যোৎস্না স্নানের আলাপন। এমনি নক্ষত্রময় আলোয়, অলকার স্বর্গীয় কুসুমের মত লজ্জারুল মুখখানা দেখে কাছে টানতেই বলে, সুন্দরকে কাছে নয়, একটু দূরে রেখেই বন্দনা করতে হয়। মেয়েরা সেবা করতেই ভালোবাসে, সেবা পেতে নয়। সে রাত কাটে তাদের জ্যোৎস্না স্নানে।

তৃতীয় বর্ষে আর অলকার সাগর দেখা হয়নি। এক পড়ন্ত বিকেলে সীমান্ত ঝাউবনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে হটাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। হোটেলের ম্যানেজার খবর পেয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার জানায়, বেশ আগেই সীমান্তর মৃত্যু হয়েছে। এর সতেরো দিনের মাথায় ঠারাঠারি সীমান্তর মাও মারা গেলেন পুত্রশোকে, অলকাকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে।

সদ্য বিধবা সোমত্ত বধূ অলকা। তাই দূর সম্পর্কের এক পিশিমাকে নিয়ে এসেছে তার অভাবের সংসারে। অবশ্য হোটেল ম্যানেজার অলকাকে চাকরির অফার দিয়েছিল। অলকা রাজী হয়নি। সে বুঝতে পেরেছিল হোটেল ম্যানেজার তাকে চাকরির নামে ব্যবসা করাবে। আরও ভাবে, হয়তো এই লোকটাই সীমান্তর মৃত্যুর কারণ। ম্যানেজারের চোখে ছিল লালসার আগুন।

সীমান্তর মৃত্যুর পর আত্মীয় পরিজন সবাই দূরে সরে যেতে থাকে। আবার অনাত্মীয় অনেকেই শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখোশ পড়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে চেয়েছিল। অলকা তাদের কুমতলব বুঝে রাজী হয়নি। কেউ কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়েও এসেছিল।

এরই মধ্যে পাড়ার বখাটে ছেলেরা আড়ালে আবডালে অলকার নাম দিয়েছে 'শিশির সিক্ত নবমল্লিকা', দূরগগনের নীহারিকা আর অথৈ জলের পরিস্ফূটিত কমলিনী।

প্রেমিক যুবক রূপক বাঁশরিয়া। অলকার কাছে প্রেমপত্র লিখতে গিয়ে ধরা পড়েছে। মার খেয়েও শিক্ষা হয়নি। বনের কিনারায় যখন রূপসী চাঁদ ঘুমায়, সেই নিশিরাতে রূপক বাঁশরিয়া বাঁশীতে বিরহের রাগিণী তোলে। সে বাঁশীর করুণ সুরে অলকার পোড়া মনে ঢেউ জাগে। মন কাঁদে হু হু করে। এসব নিয়ে পাড়া পড়শীরা ঘাটাঘাটি, কানাকানি করে। অনেকে কলংকের ছিঁটে দেবার চেষ্টা করে।

পুকুর পাড়ে, কলতলায় টাউট কিসিমের ছেলে- ছোকরারা গলা চড়িয়ে খেউর দেয়, মুখ টিপে হাসাহাসি করে। বিধবা বধূর খুঁত ধরতে পারলে পাড়ার লোকেরা খুশি হয়।

আর পান্তাবুড়ি পইদ্যার মা, অলকার কাছে কিছু চেয়ে না পেলে ঘোলাটে চোখে পথ চলতে চলতে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি-খেউর করে। আত্মীয়রা খোঁচা দিয়ে কথা বলে অহংকারি বলে। এখন চেষ্টায় আছেন একটু জমির ভাগ নিতে।

পথের ধারে মোদি দোকানের জুলফিঅলা বুড়োটা, তেল-লবণ কিনতে গেলে অসভ্যের মত হাঁটু নাচাতে নাচাতে বিশ্রী ভাবে দাঁত কেলীয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসে। এসব নিয়ে সমাজ নেতাদের কাছে অভিযোগ করতে গেলে নানা ছুতোনাতা দেখিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। অথচ এরাই সুরার পেয়ালা সামনে নিয়ে একত্রে বসে অলকার চরিত্র নিয়ে গুজগাজ ফিসফিস করে।

অদৃষ্টের ফেরে ভাগ্যচক্রে অলকা আজ ভিখারিণী হতে চলেছে। মানুষের মুখোশ পড়া কত অমানুষ এখন সমাজকে কলুষিত করছে। গ্রামে-গঞ্জে, কল-কারখানায়-অফিসে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত অলকার সর্বনাশ করছে মাংসলোভী রাক্ষসেরা।

অলকার জীবনের মধুকালে রঙ্গিন তুলিতে আঁকা স্বপ্নগুলো সবে মাত্র পাখা মেলতে শুরু করেছিল। এখন আশাহীন শূন্যতায় কেবলই ছটফট করে। অন্তরের বেলা ভূমিতে গভীর নৈঃশব্দে তার রাত কাটে। স্বামীর স্মৃতি মনে হলেই শরীরে উষ্ণতা জাগে। বুকভরা শুধুই হাহাকার চোখ ভরা জল।

অলকা এত প্রতিকুলতার মাঝেও বাবার কথাগুলি মনে হলেই সাহস পায়। বাবা তাকে বলতেন, 'মাগো টাকা হারালে টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু চরিত্র হারালে কোন দিনও ফিরে পাওয়া যায় না।' অলকা বুঝতে পেরেছে, বিপদে-সংকটে দেয়ালে মাথা ঠুকলে মাথা ভেঙ্গে শুধু রক্তই ঝরবে, দেয়ালের কিছুই হবে না।

তাই নিজের শিকল নিজেকেই ভাঙ্গতে হবে। এখন সে নিজেই নিজের আশ্রয় হয়েছে। সংসার-বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ই তাকে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বিদ্বেষের আগুনে পুড়ে সে দগ্ধ হয়নি। বরং দুঃখ ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, পরিণত হয়েছে কঠিন ইস্পাতে। অথৈ আঁধার কাটিয়ে হয়েছে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা উদ্যোক্তা নারী। তাকে সে সুযোগ করে দিয়েছে সমবায় সমিতি। তারা তাকে চাকরি দিয়েছে, ব্যবসায়ী লোন দিয়েছে। অলকা এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছে, শক্তি জেগেছে মনে অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, বিপদে সংকটকালে মানুষকে হেয় না করে সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। অপমান নয় অনুপ্রেরণা দিতে হয়॥

সিয়েনার সাধ্বী ক্যাথেরিনা

এপ্রিল ২৯

১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ ইতালির সিয়েনা নগরে ক্যাথেরিনা বেনিনকাজা জন্মগ্রহণ করেন। ক্যাথেরিনার জীবন ও কাজ ভাল ও পূর্ণভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই তিনি যে জগতে ও সময়ে বাস করতেন তা বুঝতে হবে। তাঁর পৃথিবী এবং আমাদের বর্তমান পৃথিবী অনেক ভিন্ন।

দিনটি ছিল দূত সংবাদের পর্বদিন। তিনি তাঁর পিতামাতার ২৫ জন সন্তানের মধ্যে ২৩ তম। যদিও সবকটি সন্তান পূর্ণ যৌবনে পৌঁছতে পারেননি, তবুও যারা বেঁচেছিলেন তাদের নিয়ে বেনিনকাজা পরিবারটি ছিল একটি সুখী ও কর্মব্যস্ত পরিবার। তাঁর বাবা-মার নাম ছিল জ্যাকোপো বেনিনকাজা ও লাপা। তাদের বিবাহিত জীবন ছিল ঈশ্বরের দ্বারা আশীর্বাদিত। ছোটবেলা থেকেই ক্যাথেরিনা ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতি নারী, দৃঢ়চেতা, সংকল্পে অটল এবং ঈশ্বরের জন্য প্রবল আবেগপূর্ণ ভালোবাসায় ভরপুর। ক্যাথেরিনার জীবনের মহত্ব হলো তাঁর গভীর নম্রতা। তাঁর জীবনটা ছিল খুবই সাধারণ। প্রাণোচ্ছ্বল এবং একটি স্নেহশীল আদরণীয় শিশু ক্যাথেরিনা তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সাথে সুন্দরভাবে খাপ-খায়িয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা যখন বিয়ে করে বাড়ীতে স্ত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন তখন সেই বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়েছিল।

ক্যাথেরিনার জীবনের প্রতি অনেক উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসা ছিল। তিনি যা কিছু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন নিজের সবকিছু তাতে স্থাপন করতেন। মানবজাতির প্রতি যিশুর ভালোবাসা তাঁর মনকে অনেক আকর্ষণ ও উদ্বেলিত করতো। তিনি ঈশ্বরকে যেমন বিশ্বাস করতেন তেমনি অভাবী প্রতিবেশীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতেন। বাল্যকালেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করবেন। একটি দর্শনের মাধ্যমে তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। দর্শনটি ছিল এরকম– এক সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে তিনি দেখলেন যিশু পোপীয় পোশাকে সাধু ডমিনিকের গির্জার উপরে থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে সুমিষ্ট হাসি দিচ্ছিলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করছিলেন।

ক্যাথেরিনা বাল্যকাল থেকেই তাঁর ধর্মনিষ্ঠতা ও পবিত্রতার সৌরভ ছড়াতে থাকেন। তিনি উপবাস করতেন এবং দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় সময় কাটাতেন। তাঁর সুন্দর জীবনই বলে দিত যে তিনি বিবাহিত জীবনের প্রতি আগ্রহী নন। তাঁর পিতামাতা যখন তাঁর জন্য ছেলে দেখছিলেন তখন ক্যাথেরিনা তাঁর পাপস্বীকার শ্রোতার পরামর্শে মাথার সব চুল কেটে ফেলেন। এতে তাঁর পরিবারের সবাই তাঁর উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। এরকম একটা গল্প আছে যে

মাথার চুল ফেলে দেয়ার পর ক্যাথেরিনা তাঁর ঘরে লুকিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর বাবা নিরবে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন এবং দেখতে পান ঘরের এক কোনায় ঘুপটি মেরে বসে সে প্রার্থনা করছেন। বাবা যখন দেখতে পান মাথায় কোন চুল নেই তখন খুবই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান । এরপর থেকে ক্যাথেরিনার বাবা আর তাঁকে বিয়ের জন্য বিরক্ত করতেন না। তাঁকে তিনি তার নিজের ইচ্ছা অনুসরণ বা আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা পূর্ণ করার অনুমতি দান করেন।

তাঁর আত্মনিবেদনের প্রথম পদক্ষেপই ছিল কুমারীব্রত গ্রহণ করা। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি মান্তেলাতে নামক একটি দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন সাধু ডমিনিকের তৃতীয় সংঘের সদস্যা। তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে থেকে প্রার্থনা ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে জীবন উৎসর্গ করতেন। সাধু ডমিনিকের যে গির্জায় দর্শন লাভ করে ডমিনিকান সন্ন্যাসিনী হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন সেই গির্জায় এসে তিনি খ্রিস্টযাগে যোগ দিতে, খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনায় সময় কাটাতেন। তাদের কনভেন্ট সংলগ্ন যেসকল সন্ন্যাসী ভাইয়েরা বাস করতেন তাঁরাও তাঁর বন্ধু ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাই তাঁর সুযোগ হয় বৎসরকাল ব্যাপী ডমিনিকান জীবনপন্থা এবং বিশ্বাসের সত্যের ঐশ্বতাত্ত্বিক গভীরতা গভীরভাবে আত্মস্থ করার। সাধু ডমিনিক ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য একজন প্রেরিতদূত। সাধু ডমিনিক যেখানেই গিয়েছেন সেখানে ঐশবাণীর বীজ বপন করেছেন। ক্যাথেরিনা সাধু ডমিনিকের জীবনের এইদিকটা চিন্তা করে ভাবতেন যে তিনিও তাঁর জীবন সাক্ষ্য দ্বারা এ পৃথিবীতে ঐশবাণীর প্রেরিতদূত হয়ে উঠবেন। তাই তিনি একদিন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন সর্বজনীন মণ্ডলীর আচার্য্যা এবং ডমিনিক সংঘের গুরু। ক্যাথেরিনার মধ্যে ডমিনিকের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা প্রবাহমান হয়েছিল।

ক্যাথেরিনা সংঘে যোগ দিয়ে প্রথম তিন বৎসর নিজ বাড়ীতে নির্জন প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে দরিদ্রদের প্রতি তাঁর সংবেদনশীল সম্পৃক্ততা এবং অসুস্থদের প্রতি প্রেমময়ী সেবার সন্ধান পাওয়া যায়।

সে সময় সিয়েনাতে টেক্কা নামে এক গরীব মহিলা ছিলেন। তার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে লোকজন তার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতেন। ক্যাথেরিনার কানে যখন এই খবরটি গেল তখন তিনি তাকে সেবা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রতিদিন তিনি তার ক্ষত পরিষ্কার করে দিতেন এবং তার খাবার রান্না করতেন। যদিও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত মহিলার কোন কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল না বরং ক্যাথেরিনার ভুল খুঁজে বেড়াতেন তারপরও তাঁর প্রেমপূর্ণ সেবার কোন কমতি ছিল না। তাকে সেবা করতে করতে ক্যাথেরিনার হাতে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। তারপরও ক্যাথেরিনা কোন বিরতি না দিয়ে তার সেবা করে যান। শেষে টেক্কা যখন মারা যান তাকে স্নান করানোর কেউ ছিল না। ক্যাথেরিনাই তার মৃতদেহকে স্নান করিয়ে সমাধিস্থ করার জন্য প্রস্তুত করেন। কি আশ্চর্য? তাকে সমাধিদানের পর ক্যাথেরিনা দেখতে পান তাঁর হাতের সব কুষ্ঠ নিরাময় হয়ে গিয়েছে।

আন্দ্রেয়া নামে অন্য এক মহিলার স্তন ক্যান্সার হলো। সেসময় এই রোগ নিরাময়ের

কোন উপায় ছিল না। আন্দ্রেয়ার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যায়। ক্ষতস্থান দূষিত দুর্গন্ধের কারণে আপনজনেরাও তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে এবং তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এই দুঃসময়ে ক্যাথেরিনাই তার পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি আন্দ্রেয়ার সেবা শুশ্রূষা দেন। অবশ্য একথা সত্য যে কুষ্ঠরোগীর শরীর থেকে আসা দুর্গন্ধের কারণে তাঁর বিতৃষ্ণাবোধ ও বমির উদ্রেক হয়েছিল। কুষ্ঠরোগী আন্দ্রেয়া মারা যাওয়ার আগে ক্যাথেরিনার মহানুভবতা সম্পর্কে যে সকল কুৎসা বা কুটুক্তি করেছিলেন সেজন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

মৃত্যুর দণ্ডাদেশ পাওয়া নিকোলাস নামে এক বন্দী যুবকের সাথে ক্যাথেরিনার পরিচয় হয়। এই যুবকটি মণ্ডলী বিরুদ্ধ কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতেন। কিন্তু ক্যাথেরিনার ভালোবাসা ও সহানুভূতি তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে। যে যিশুর কথা শুনতেই পারতেন না ক্যাথেরিনার মুখ থেকে যিশুর কথা শুনতে তার কোন আপত্তি ছিল না। এই বন্দী ক্যাথেরিনাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি তার মৃত্যুদণ্ডে কার্যকরী করার সময় উপস্থিত থেকে তাকে উৎসাহ দেন এবং প্রার্থনা করেন। ক্যাথেরিনা তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। জল্লাদ যখন শেষ আঘাত করবে ক্যাথেরিনা তখন তাঁর হাত দিয়ে বন্দী নিকোলাসের মাথা ধরেছিলেন। প্রার্থনা করে তাকে ফিসফিস করে উৎসাহপূর্ণ শব্দ গুচ্ছ উচ্চারণ করেছিলেন। ক্যাথেরিনার প্রার্থনার কারণেই নিকোলাস মৃত্যুর পর পরই স্বর্গের সুখ ও শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করেন।

ক্যাথেরিনার কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু তাঁর সুন্দর ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও পবিত্রতা অন্যদের যীশুর অনুসারী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। নারী-পুরুষ, পুরোহিত, ধর্মব্রতী-ব্রতিনী এবং ভক্তজনগণ, ঐশ্বতত্ত্ববিদ, কবি, শিল্পী, সাধারণ মানুষ, যুবক ও বৃদ্ধ সব শ্রেণীর মানুষই তাঁর অনুসারী ছিলেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষাদান, দরিদ্র ও পীড়িতদের কাছে ঈশ্বরের প্রেম ও সেবার বাণী বয়ে নিয়ে যাওয়া, জীবনের প্রতিটি-ক্ষেত্রে মানুষকে সুপরামর্শ দান এবং কলহপূর্ণ পরিবারের মাঝে শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে উৎসাহিত করতেন।

ক্যাথেরিনার বয়স যখন ২৫ বছর তখন তিনি নিজেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালির কয়েকটি স্বাধীন শহরে প্রায়শই যুদ্ধ বিবাদ লেগেই থাকত। ঐ সকল শহরের মধ্যে ফ্লোরেন্স, পিসা এবং লুক্কা শহরে ক্যাথেরিনা মধ্যস্থতাকারী এবং শান্তি স্থাপনকারী হিসাবে গিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে সিয়েনাও ছিল। সিয়েনাবাসী একে অপরের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পোপীয় শাসন ও নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। পোপ অষ্টম বনিফাস ফ্রান্স ও ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের সাথে অনেক সমস্যার মধ্যে ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরী পোপ একাদশ বেনেডিক্ট মারা যাওয়ার পর নতুন পোপ নির্বাচন করতে প্রায় এগার মাস লেগে যায়। ফ্রান্স রাজার প্রত্যক্ষ প্রভাবে নতুন পোপ হন পঞ্চম ক্লেমেন্ট। কাথলিক চার্চের ঐতিহ্য অনুসারে পোপের প্রৈরিতিক আসন রোমেই হওয়ার কথা। কিন্তু পোপ পঞ্চম ক্লেমেন্ট তাঁর পোপ পদে অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান ফ্রান্সের লিয়নে করলেন। পোপ হিসাবে তাঁর কর্মস্থল ও আবাস গৃহ রোমের পরিবর্তে ফ্রান্সের এভিগননে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পরবর্তীতে পোপ পঞ্চম ক্লেমেন্টসহ অন্যান্য পোপগণ ৭০ বৎসর ছিলেন। অবস্থা যখন চরমে ফ্লোরেন্সবাসী তখন *(১৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ)* তাদের ও পোপের মধ্যে সমাঝোতা বা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাথেরিনাকে ডেকে পাঠান। এই অনুরোধ তাঁকে ফ্রান্সের এভিগনন যেতে বাধ্য করে। সেখানে গিয়ে তিনি পোপ একাদশ গ্রেগরীকে রোমে তাঁর উপযুক্ত প্রৈরিতিক আসনে ফিরার জন্য অনুরোধ করেন এবং উৎসাহ যোগান। এটি ছিল খুবই কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ পোপ ছিলেন একটু ভীরু প্রকৃতির। তিনি ফরাসী কার্ডিনালদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত ছিলেন। ফরাসী কার্ডিনালগণ এভিগননে বসবাসের আরামদায়ক পথ ছেড়ে না যাওয়ার জন্যে পোপকে উৎসাহিত করছিলেন। রোমের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ক্যাথেরিনার সুপরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় পোপ তাঁর পরিষদবর্গ নিয়ে রোমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কাথলিক মণ্ডলীতে এ সময় যে কিছু বিশৃঙ্খলা ও মতভেদ ছিল ক্যাথেরিনা তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলিতে নিজের সময় ও শক্তি ব্যবহার করে যথাসম্ভব প্রার্থনা ও কাজে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি রাজ্য ও মণ্ডলীর নেতৃবর্গের কাছে চিঠিতে সনির্বন্ধ সুপারিশ করতেন তারা যেন মণ্ডলীর বিভক্তি নিরসনে সহযোগিতা করেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। যার ফলে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৩৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্যাথেরিনা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি কোন মতে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানা থেকে উঠতে পারতেন। কোন কিছু এমনকি জল পর্যন্ত পান করাও তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। সক্রিয়ভাবে কোন কিছু করতে তিনি অসমর্থ হয়ে পড়েন। খ্রিস্ট মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে ২৯ এপ্রিল ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও অনুসারীদের উপস্থিতিতে মারা যান।

সিয়েনার ক্যাথেরিনাকে রোমের মহামন্দির শান্তা মারীয়া সোপরা মিনারভায় সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মাথাটি ডমিনিকান সংঘের গির্জায় সবার জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে রাখা আছে।

১৪৬১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় পিউস তাঁকে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস তাঁকে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের সাথে ইতালির সহ প্রতিপালিকারূপে ঘোষণা করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল তাঁকে খ্রিস্টমণ্ডলীর আচার্য্যা ঘোষণা করেন।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় জন পল ইউরোপের প্রতিপালিকাদের অন্যতম হিসেবে তাঁকে মনোনীত করেন॥ ৯০

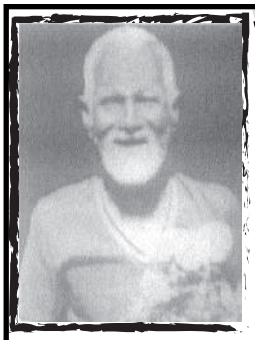

৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৩ মে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৭টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা

ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েস্তি

মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্‌স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল

নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/৯১/২৪

Employment Notice

Caritas Development Institute (CDI) invites applications from the eligible candidates (men and women) for the position of **Faculty Member (Training)**.

Details of the Position and Required Qualifications	Key Responsibilities
Job Title: Faculty Member (Training) **Post**: One **Age:** Maximum 32 years as on 01 June, 2024 **Educational Qualification:** At least Masters in Social Science; Development Studies, Statistics, Economics, Sociology, Anthropology and other similar discipline. **Job Requirements:** – Minimum two years professional experience in the similar position in any reputed organizations. – The position requires to the candidates who got training in the area of Training of Trainers (ToT), Advocacy, Gender and Development, RBM, Effective Monitoring Process, Development Management, Strategic Planning & Management and Disaster Management and others contemporary issues. – Strong facilitation and presentation skill in training. – Computer operations, particularly in MS Word, Excel, Power Point and multimedia. – Excellent interpersonal, organizational and Communication skill. – Have knowledge on Safeguarding, Gender based violence and Child Protection.	– Responsibility is to develop high quality training material, curriculum, training coordination, training need assessment, training facilitation and logistic support, etc. – S/he is responsible for training facilitation in CDI and outside Dhaka. – Regular update of training materials methods and apply during training facilitation. – Assist to identify contemporary training issues, develop training materials & Module. – Prepare training report and documentation of training files. – It is expected to spend approximately 50% of his/ her work time in the field. – Perform other duties as required. – **Salary**: Tk. 35,000/- (consolidated) per month during probationary period. For truly deserving candidate salary is negotiable. – **Job location**: The position is based at CDI, Dhaka but will require frequent field visit.

Selected candidate will be appointed initially for six months probationary period. Upon successful completion of the probationary period, appointment may be confirmed according to the existing pay scale and service rules of the organization. After confirmation long term benefits such as provident fund, gratuity, insurance, health care and compensation scheme will be admissible.

Eligible and interested candidates with requisite qualifications are invited to apply with a letter of intent (no more than one page) along with a complete CV with details of two referees and a cover letter, two passport size photographs and attested copies of all educational and experience certificates to the following address: **Director, Caritas Development Institute (CDI), 2, Outer Circular Road, Shantibagh Dhaka-1217** or e-mail: cdi@caritascdi.org by the **09th May 2024**. **Women candidates are especially encouraged to apply.** Only short listed candidates will be invited for interview. Incomplete applications will not be considered. The organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Personal contact will be treated as disqualification for the post. The staffs of Caritas Bangladesh, Trust offices and Project offices are requested to apply through proper channel.

বিজ্ঞ/৯০/২৪

আলোচিত সংবাদ

পাঁচটি চুক্তি এবং পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও কাতার

মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়।

পাঁচ চুক্তির মধ্যে আছে উভয় দেশের পারস্পরিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি, দ্বৈতকর পরিহার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত চুক্তি, আইনগত বিষয়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি, সাগরপথে পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি এবং দু'দেশের ব্যবসা সংগঠনের মধ্যে যৌথ ব্যবসা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চুক্তি।

পাঁচ সমঝোতা স্মারকের মধ্যে আছে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, শ্রমশক্তির বিষয়ে সমঝোতা স্মারক এবং বন্দর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটিতে কাতারের পক্ষে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন হামাদ আল থানি ও বাংলাদেশের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, দ্বিতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, তৃতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, চতুর্থটিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং পঞ্চমটিতে কাতার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান শেখ খলিফা বিন জসিম আল থানি ও বাংলাদেশের ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম সই করেন।

সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে সব কটিতে কাতারের পক্ষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সই করেন।

ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী

ছয় দিনের সরকারি সফরে থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশটির প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের আমন্ত্রণে বুধবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ১০টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে ব্যাংককের ডন মুয়াং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানটির অবতরণের কথা রয়েছে।

২৪ থেকে ২৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার থাইল্যান্ড সফর উপলক্ষে সোমবার তার মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন।

এই সফর উভয় পক্ষের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এতে দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের (বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড) মধ্যে সহযোগিতার নতুন জানালা উন্মোচিত হবে।

গত জানুয়ারিতে সরকার গঠনের পর এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর।

সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাভিসিনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করবেন এবং জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসক্যাপ) ৮০তম অধিবেশনে যোগ দেবেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড দুই দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনার অভিপ্রায়পত্রসহ বেশ কিছু সহযোগিতার নথিতে স্বাক্ষর করবে।

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড সরকারী পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি, শক্তি সহযোগিতার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য পর্যটন খাতে সহযোগিতা এবং শুল্ক সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আরও দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার সম্ভাবনা রয়েছে।

২৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে থাই প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন স্বাগত জানাবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাভিসিনের সঙ্গে গভর্নমেন্ট হাউসে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) একান্ত দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন, নথিতে স্বাক্ষরে উপস্থিত থাকবেন, একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রী ২৫ এপ্রিল ইউএনএসক্যাপ-এর ৮০ তম অধিবেশনে যোগদান করবেন এবং সেখানে ভাষণ দেবেন। একই দিনে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল এবং এসক্যাপের নির্বাহী সচিব আরমিদা সালসিয়াহ আলিসজাবানা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

চলমান তাপপ্রবাহ আরো কতদিন থাকবে, যা জানা গেল

মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) সিলেট বিভাগ ছাড়া দেশের অন্য ৭ বিভাগের উপর তাপপ্রবাহ বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দেশব্যাপী চলমান এই তাপপ্রবাহ আগামী ২৮ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপপ্রবাহ চলাকালে যেসব জেলার উপর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি বয়ে যাবে সেসব জেলায় কিছু সময়ের জন্য তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ ও আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেলগুলো থেকে প্রাপ্ত পূর্বাভাস তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে এ তথ্য জানিয়েছেন কানাডার সাস্কাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ।

আগামী ১০ দিন প্রায় প্রতি রাতেই সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোর উপরে বজ্রপাতসহ হালকা পরিমাণে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যার কারণে সিলেট বিভাগের হাওড় এলাকার বিলগুলো পাহাড়ি ঢলের পানিতে প্লাবিত হওয়ার আশংকা করা যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল জ্যামাইকা

ইসরাইল ও হামাসের চলমান সংঘাতের মধ্যে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র জ্যামাইকা। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে 'নিরন্তর গভীরতর মানবিক সংকট' নিয়ে চরম উদ্বেগের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিল দেশটি।

মঙ্গলবার জ্যামাইকার পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী কামিনা জনসন স্মিথ এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জ্যামাইকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্যামাইকা। সিদ্ধান্তটি জাতিসংঘ সনদের নীতিগুলোর প্রতি জ্যামাইকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাশাপাশি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানকে সমর্থন করে।

জ্যামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তার দেশ 'সামরিক পদক্ষেপের পরিবর্তে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান' দেখতে চায়।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ১৪২তম দেশ হিসেবে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল জ্যামাইকা।

গত মার্চের শেষ সপ্তাহে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে এক বৈঠকের পর যৌথ ঘোষণায় ইউরোপের চার দেশ স্পেন, আয়ারল্যান্ড, স্লোভেনিয়া ও মাল্টার প্রধানমন্ত্রীরা জানান, তাদের দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। তারা সে সময় বলেন, যুদ্ধকবলিত এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের একমাত্র উপায় এটি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এশিয়া

আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানিজনিত ঝুঁকির কারণে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের সবচেয়ে

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সমস্যার মুখোমুখি হলে তোমার প্রতিক্রিয়া

ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

এক যুবতী মেয়ে তার মা'র কাছে গেল এবং তাকে তার জীবনের কঠিন সমস্যা, প্রতিকূলতার কথা জানাল। সে জীবনের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই করে যেন আর কুলোতে পারছে না। কিভাবে সে তার সমস্যা সমাধান করবে? একটি সমস্যা শেষ হয়, অন্য একটি নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়।

তার মা তাকে রান্না ঘরে নিয়ে গেল। সে তিনটি পাত্র পানি দিয়ে পূর্ণ করল এবং তা তাপ দিয়ে ফুটাতে লাগল। তারপর প্রথম পাত্রে সে গাজর রাখল, দ্বিতীয় পাত্রে ডিম রাখল এবং তৃতীয় পাত্রে কফির বীজ রাখল। সে এগুলো সিদ্ধ করতে লাগল এবং নীরবে বসে থাকল। বিশ মিনিট ধরে সে এগুলো সিদ্ধ করল এবং তারপর চুল্লি বন্ধ করে দিল। সে প্রথমে গাজরগুলো একটি পাত্রে রাখল, ডিমগুলো আর একটি পাত্রে রাখল এবং শেষে কফির বীজ দ্বারা সিদ্ধ করা পানিটুকু অন্য আর একটি পাত্রে রাখল।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা বলল, "তুমি কী দেখলে, আমাকে বল?" মেয়ে উত্তর দিল, "গাজর, ডিম ও কফি।"

মা তাকে গাজরগুলো স্পর্শ করে দেখতে বলল। সে হাতে নিয়ে দেখল গাজরগুলো নরম হয়ে গেছে। সে তাকে ডিমগুলো স্পর্শ করে দেখতে বলল এবং পরিশেষে সুগন্ধযুক্ত কফি চেখে দেখতে বলল। মেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা এসবের অর্থ কি? তার মা তাকে ব্যাখ্যা করে বলল, "এখানে প্রতিটি জিনিস একই প্রকার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যদিয়ে পার হয়ে গেছে সেটা হলো ফুটন্ত পানি। কিন্তু এক একটি বস্তু এক এক ভাবে প্রতিক্রিয়া করেছে। গাজর ছিল শক্ত, মজবুত ও অনমনীয়। সিদ্ধ হওয়ার পর তা হয়ে গেল নরম ও দুর্বল। ডিম ছিল খুব ভঙ্গুর। তার বাইরের খোসা এটার ভিতরকার তরল পদার্থকে রক্ষা করত। কফির বীজ ছিল অনন্য। সিদ্ধ হওয়ার পর তা পানিকে সুঘ্রাণে ভরিয়ে তুলেছে।"

মা জিজ্ঞাস করল, "তুমি এদের মধ্যে কোনটি? যখন সমস্যা আসে, তখন তুমি কিভাবে তাতে সাড়া দাও? তুমি চিন্তা কর, তুমি কোনটা? তুমি কি সেই গাজর যা মনে হয় শক্ত, মজবুত ও অনমনীয় দৃঢ়। কিন্তু যখন দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা আসে, তখন কি তুমি নরম ভঙ্গুর, নিরাশ হয়ে পড়? তুমি কি ডিমের মতো যা তরল, কিন্তু পানিতে সিদ্ধ হওয়ার পর কঠিন ও শক্ত হয়ে যায়? না কি তুমি কফি বীজের মতো, যা ফুটন্ত পানিকে সুঘ্রাণে ভরিয়ে তোলে সুস্বাদু করে তোলে। তুমি কি কফি বীজের মতো, যা আঘাতের মাঝে পরিবেশকে আরো সুন্দর করে তোলে॥

সংগৃহীত: গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা (১ম খণ্ড)

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

উজান ব্লেইস ক্রুশ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
সেন্ট নিকোলাস স্কুল এণ্ড কলেজ

সময় এখন

মিল্টন রোজারিও

সময়টা এমনই যাচ্ছে আজকাল
অস্বাভাবিক নয় স্বাভাবিক সব দিনের মত,
এই গরম এই ঠাণ্ডা কিংবা হঠাৎ কোন
ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডবে মাতম
ক্ষত শত শত!
সকালটাকে দেখে এখন আর কেউ
ভাল বলতে পারে না!
সব কিছুরই নিয়ম পাল্টে গেছে
নদী যেমন হারিয়ে ফেলেছে তার গতি
আগের মত আর নেই যেন তার রূপ!
সময়টা কেমন পাল্টে গেল
ছোট থেকে হচ্ছে বড়, আবার ছোট
অন্য দেশের সময় বদলে ওলট-পালট
ঘুরিয়ে দেয় ঘড়ির কাটা ইচ্ছে মত
তারাই তাদের নিয়ম কানুন মেনে-টেনে
এগিয়ে নেয় দেশটাকে সবার উপর!
এমন তো শীত ছিল না আমার দেশে
চৈত্র মাসে গরম ছিল ঘামে ভেসে
বলতে গেলে, এটা ছিল না, ওটা ছিল না
সিমেন্ট কাঠের পিলার ছিল না
বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ ছিল না
ঘরে এসির শীতল হাওয়া ছিল না
আমরা ছিলাম তোমরা ছিলে।
দুপুর বেলা গাছতলাতে
শীতল পাটিতে ঘুম হতো
রাখাল বসে বাঁশী বাজাতো
অনেকে বসে তাস খেলতো
প্রাণটি ভ'রে শান্তি ছিল!
এখন তো ভাই সবই গেছে
সময়ের সাথে হারিয়ে গেছে
নদীর জল শুকিয়ে গেছে
গাঁয়ের পথ হারিয়ে গেছে
ঘরের দুয়ারে গাড়ী এসেছে
গাছপালা সব বিলিন হয়েছে
টিনের ঘরে দালান হয়েছে
রাখালরা সব সাহেব হয়েছে
নদীর মাঝি ইজিবাইক চালাচ্ছে
উন্নয়নে সব ভেসে গেছে
কিন্তু শান্তির মা-টা কোথায় গেছে
বলতে পার আম-জনতা?
তিনকালের কাল শেষ হতে আর
নেই রে সময় আর,
এখনও সময় আছে রে ভাই
আখের গোছাও যার যার!!

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সেপ্টেম্বরে পোপ ফ্রান্সিস এশিয়া ও ওসেনিয়ার ৪টি দেশ পরিদর্শনে যাবেন

গত ১২ এপ্রিল রোজ শুক্রবার ভাটিকানের প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানায় যে, পোপ ফ্রান্সিস সেপ্টেম্বরের শুরুতে এশিয়ার ৩টি ও ওসেনিয়ার ১টি দেশে পরিদর্শনে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রীয় ও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পোপ মহোদয় নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে শুরু করে ১৩ তারিখে ফিরে আসবেন পোপ মহোদয়। এটি হবে ইতালির বাইরে তাঁর ৪৫তম প্রৈরিতিক সফর। প্রথমে তিনি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় যাবেন, যেখানে ৩ সেপ্টেম্বর পৌছবেন এবং ৬ তারিখ পর্যন্ত থাকবেন। তারপর তিনি সেখান থেকে পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী মরেসভি ও ভানিমোতে যাবেন এবং সেখানে ৬ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর থাকবেন। এরপর তাঁর পরবর্তী পরিদর্শনের স্থান হলো তিমুর-লেস্তের রাজধানী দিলি যেখানে তিনি ৯-১১ সেপ্টেম্বর থাকবেন। দিলি থেকে পোপ ফ্রান্সিস সরাসরি সিঙ্গাপুরে যাবেন এবং সেখানে ৩দিন অবস্থান করবেন। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেটনো মারসুদি জানিয়েছেন, পোপ মহোদয়ের সফরের বিষয়ে ভাটিকানের সঙ্গে সব প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া সরকার।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পোপ মহোদয় তার এই সফরের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। মেক্সিকান এক ব্রডকাস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পোপ মহোদয় জানান যে, আগামী আগস্টে তিনি 'পলিনেশিয়া' যাচ্ছেন এবং বছরের শেষের দিকে তার জন্মভূমি আর্জেন্টিনা যাবেন। পরে জানুয়ারিতে ইতালিয়ান পত্রিকা লা স্তাম্পাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তিনি তিমুর-লেস্তে, পাপুয়া নিউগিনি এবং ইন্দোনেশিয়াও সফরে যাচ্ছেন। ইন্দোনেশিয়া হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর দেশ যেখানে কাথলিকদের সংখ্যা ৮ মিলিয়ন; যা মোট জনসংখ্যার ৩.১%। এক মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যার দেশ তিমুর-লেস্তের ৯৬% লোক কাথলিক। অপরদিকে সিঙ্গাপুরে ৩৯৫,০০০ জন কাথলিক বাস করেন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩%।

ধরিত্রী দিবস: আমাদের সর্বজনীন গৃহের জন্য দায়িত্বশীল আচরণ আহ্বান করেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

এপ্রিল ২২ তারিখে সারাবিশ্বে ধরিত্রী দিবস পালিত হয়। আমাদের পৃথিবী সংকটময় পরিবেশের যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সে সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংকট উত্তোরণের কার্যকরী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে এই দিবসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২২ তারিখে ধরিত্রী দিবসে পুণ্যপিতা আবারো ধরিত্রীর প্রতি তার গভীর দরদ ব্যক্ত করে আমাদের সর্বজনীন বসতবাটি এবং বিশ্ব শান্তি রক্ষা করতে সাহসী পদক্ষেপ নিতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। দিবসটি পালন ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে একত্রিত হবার এবং একই সাথে ইকোসিস্টেম সংস্কার ও নিরাময়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে এই গ্রহকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার বিশেষ সুযোগ দান করে।

পোপ ফ্রান্সিস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মন্তব্য করে বলেন, আমি লক্ষ্য করছি বর্তমান প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনেক আর্থিক সম্পদ দান করে যাচ্ছে কিন্তু সর্বজনীন গৃহটিকে রক্ষা করার জন্য তেমন কিছু করছে না। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৫৪তম ধরিত্রী দিবসে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে প্লাস্টিকমুক্ত বিশ্ব গড়ার। তাই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিক দূষণ রোধকল্পে জরুরী ভিত্তিতে প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস করা। প্রতি বছর বিশ্বে ৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক উৎপাদন হয়; যা মোটামুটি পৃথিবীর সকল মানুষের ওজনের সমান। মাত্র ৯% প্লাস্টিক রিসাইকেলিং করা যায় এবং ২২% প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয় না বলে আবর্জনা হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই এই বছরের ধরিত্রী দিবসে প্রচারাভিযানে, প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়ানোকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ফিলিপাইনে এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীর জলবায়ু বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১২ থেকে ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে 'এশিয়ান বিশপস কনফারেন্সের ফেডারেশন' এর মানব উন্নয় দপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন ডেস্কের উদ্যোগে ফিলিপাইনে তাগাইতাই শহরে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে "Building Climate Resilient Communities in Asia" মূলভাব নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের বিশপ সম্মিলনীর ন্যায় ও শান্তি কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং নেটওয়ার্ক সংগঠকসহ ৪০জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি পরিচালনায় ছিলেন এফ.এ.বি.সি'র পক্ষে বিশপ অলউইন ডি'সিলভা (ভারত), এফ.এ.বি.সি'র সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি ফাদার উইলিয়াম লারোস। ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন - সিবিসিবি এর পক্ষে সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি এবং কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট মি. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার কর্মসূচির মধ্যে ছিল- প্রথমতঃ পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও নিরব প্রার্থনায় জলবায়ু পরিবর্তনে এশিয়া অঞ্চলের ঝুঁকিতে থাকা জনগণের পরিবেশ-প্রকৃতি ও জীবন-জীবিকার প্রভাব অনুধাবন করা; দ্বিতীয়তঃ সরকারের পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, কারণ ও করণীয় বিষয়ক স্থানীয় মণ্ডলীর সক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা এবং তৃতীয়তঃ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীনপত্র লাউদাতো সি এর সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং ঐশতাত্ত্বিক দিকসমূহ অনুধ্যান ও মাণ্ডলিক অংশগ্রহণ অনুধাবন করা হয়।

বিভিন্ন দেশে সফলতার সাথে চলমান কিছু উদ্যোগ উপস্থাপন করা হয়- যেমন, ফিলিপাইনের ধর্মপ্রদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিপরীতে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তির সফল ব্যবহার এবং বায়ু দূষণ হ্রাস করার জন্য বেম্বো ফরেস্ট প্রতিষ্ঠা; মালয়েশিয়া সাবা ধর্মপ্রদেশের স্থানীয় ইম্মাকুলেট হার্ট অব মেরি ধর্মসংঘের সিস্টারদের উদ্যোগে লাউদাতো সি এগ্রো-ফার্ম গড়ে তোলা এবং দু'শত কৃষক পরিবারের কর্মসংস্থান ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা করা ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহে ভূমি, জল ও খাদ্যসংক্রান্ত দুর্যোগ ও নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যালোচনা ও স্থানীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বারোপ করা হয়। কর্মশালার আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বারোপ করা হয়- ১. ধর্মপল্লিতে Basic Ecological Communities গঠন করার মাধ্যমে জনগণের জীবন-জীবিকা ও পরিবেশ-প্রকৃতি সুরক্ষা পদক্ষেপ গ্রহণ করা, ২. ধর্মপ্রদেশ পর্যায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দপ্তর বা ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা, ৩. বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুরক্ষা বিষয়ক "পানি সচেতনতা দিবস" উদ্‌যাপন এবং অপচয়রোধ করা, ৪. ধর্মসংঘসমূহের পরিবেশগত আধ্যাত্মিকতা অনুধ্যান ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা এবং ৫. স্থানীয় পর্যায়ে জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ, শিশু-কিশোর ও যুবকদের সম্পৃক্ত করা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জোটে সংযুক্ত হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি

৩১তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জাতীয় যুব কমিশন, সিবিসিবি ▯ এপিসকপাল যুব কমিশন ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের আয়োজনে গত ১৮-২০ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, '৩১তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার এবারের মূলভাব ছিল: "পবিত্র আত্মার প্রেরণাপূর্ণ বাণীই লেখকের রচনা।" তিন দিন ব্যাপী এই লেখক কর্মশালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন গঠনগৃহ ও সেমিনারী থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ২৬ জন যুবক ও ২০ জন যুবতীসহ মোট ৪৬ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ৩১তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালার যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য, কোর্স পরিচিতি ও নিয়মাবলী, প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা ও প্রত্যাশা' বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে "খ্রিস্টীয় সাহিত্য ও খ্রিস্টীয় অনুবাদ সাহিত্যঃ বাইবেলীয় পুস্তক লেখার ধরণ ও উদ্দেশ্য" এর উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। তিনি পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও বাইবেল কিভাবে লিখা হয়েছিলো এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। সন্ধ্যায় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুশ ওএমআই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ও তার শিক্ষক ফাদার ফিলিপ ক্রিল উপদেশবাণী রাখেন। তিনি বলেন, "খ্রিস্টান লেখক হিসাবে চিন্তায়-অনুভূতিতে থাকবে ঈশ্বর, হৃদয়ে থাকবে যিশু ও কণ্ঠে থাকবে পবিত্র আত্মা।"

দ্বিতীয় দিনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে "খবর, রিপোর্ট, স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লেখা, হাতে-কলমে খবর লিখন, ফিচার/রিপোর্ট/ সংবাদ উপস্থাপনা ও মূল্যায়ন" এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন পরিমল পালমা, সিনিয়র সাংবাদিক, ডেইলী স্টার দৈনিক পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একই বিষয়ে উপস্থাপন করেন প্যাট্রিক কস্তা, সিনিয়র রিপোর্টার, মাই টেলিভিশন, বাংলাদেশ। তারা তাদের সহভাগিতায় কোনটা খবর আর কি ভাবে স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লিখতে হবে এই বিষয়ে কিছু নমনা তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের রিপোর্ট তৈরী করতে মাঠ পরিদর্শনে পাঠানো হয়। তৃতীয় অধিবেশনে "আবৃতি, উপস্থাপনা ও শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের কৌশল" এই বিষয়ে সুন্দর ও বাস্তবধর্মী আলোকপাত করেন দিলীপ গমেজ, লেখক ও আবৃতিকার । চতুর্থ অধিবেশনে "গান লেখা ও সুর করার কৌশল" সম্বন্ধে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে কৌশল তুলে ধরেন সুপরিচিত ও স্বনামধন্য গীতিকার ও সুরকার লিটন অধিকারী রিংকু। রাতের অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ মাঠ পরিদর্শনে সংগৃহীত তাদের দলীয় প্রতিবেদন ও ফিচার পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনদিনব্যাপী কর্মশালায় তৃতীয় দিন অংশগ্রহণকারীদের খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রথমে প্রুফ রিডিং সম্বন্ধে সুন্দরভাবে ধারণা প্রদান করেন সুনীল পেরেরা। মানসম্মত ছবি তোলা বিষয়ে ধারণা দেন রিপন টলেন্টিনু এবং শর্ট ফিল্ম ও মৌবাইল রিপোর্ট তৈরি করার কৌশল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেন ফাদার নিখিল গমেজ, রিপোর্টার, রেডিও ভেরিতাস বাংলা বিভাগ। পরবর্তীতে "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম, কর্ম পরিধি ও দায়বদ্ধতা" বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টর যথা: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, জেরি প্রিন্টিং প্রেস, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জ্যোতি কমিউনিকেশন বাণীদীপ্তি ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় ও ধারণা দেওয়া হয় এবং এর উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র।

উপরিউক্ত অধিবেশন ছাড়াও তিন দিন ব্যাপী এই জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালায় ছিল নিয়মিত প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ, দলীয় কাজ ও সহভাগিতা, বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিসকপাল যুব কমিশনের চেয়ারম্যান আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি ও ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি। তিনি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে 'একজন লেখকের কী কী গুণাবলী, আদর্শ ও মূল্যবোধ থাকা আবশ্যক' সে ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক কিছু কথা বলেন তাদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

পরিশেষে এপিসকপাল যুব কমিশনের চেয়ারম্যান আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। অতপর ফাদার বিকাশ সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর আর্চবিশপ মহোদয় ৩১তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৪ এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার জেরম মুর্মু ▯ গত ২১ এপ্রিল সুরশুনিপাড়া প্রভু নিবেদন ধর্মপল্লীতে আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আহ্বান দিবস উপলক্ষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ কস্তা। উল্লেখ্য এতে প্রায় ১৫০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

বিশপ মহোদয় তার উপদেশবাণীতে উল্লেখ করেন, বর্তমান মণ্ডলীর বিস্তর কর্মক্ষেত্র। কিন্তু কাজের অনুপাতে মণ্ডলীতে তেমন কর্মী নেই। তাই তিনি যুবক- যুবতীদের আহ্বান করেন তারা যেন প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেন।

খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লীর বেশ কয়েকজন যুবক- যুবতীর অংশগ্রহণে 'সাধু

পলের মন পরিবর্তন ও আহ্বান' বিষয়ের উপর নাটিকা উপস্থাপন করে। যাতে করে অনেকে আহ্বান বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে।

পরিশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা বিশপ মহোদয়সহ অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০২৪

এডওয়ার্ড হালদার ▯ বিগত ৪-১১ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সাতটি ধর্মপল্লী ও দু'টি উপ-ধর্মপল্লীর এসএসসি ছাত্র-ছাত্রী, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও এনিমেটরসহ মোট ৯৭ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় সেক্রেট হার্ট পাস্টলার সেন্টার, গৌরনদী। উদ্বোধনী নৃত্য ও ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে অতিথি ও কোর্সের আগত অংশগ্রহণকারীদের বরণ করা হয়। গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ফাদার জেমস্ বিকাশ রিবেরু সিএসসি, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, ফাদার লিন্টু রায়, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি, সিস্টার আইরিন আরএনডিএম, সিস্টার প্রীতি এলএইচসি, সিস্টার শেফালী এলএইচসি প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও বাইবেল স্থাপনের মধ্যদিয়ে এবং বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ৭ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করা হয়।

কোর্সের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রতিভার বিকাশ ও সৃজনশীলতার জন্য বাইবেল ভিত্তিক নাকিটা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং দেয়ালিকা প্রকাশ। সৃজনশীল ধ্যানমূলক প্রার্থনা, মালা প্রার্থনা, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা, জীবন সহভাগিতা এবং পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও এক্সপোজার ছিল অংশগ্রহণপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত। এছাড়া দৈনন্দিন দলগত কাজ যেমন, আঙ্গিনা পরিষ্কার, নিজ কক্ষ পরিষ্কার, থালা-বাসন ধোঁয়া, অধিবেশন কক্ষে সহায়তা করা ছিল শিক্ষণীয় ও আনন্দময়। প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয় গুলো ছিল; পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণাদান, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, বিবেকের গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা, বিশ্বাস মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত-সার, ক্যারিয়ার গাইডেন্স, বর্তমান বাস্তবতায় যুবাদের ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, বিবাহ ও মাণ্ডলিক আইন, বিসিএসএম পরিচিতি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জীবন দক্ষতা, পুণ্য সংস্কারসমূহের প্রাথমিক ধারণা ও নির্জন ধ্যান।

৭দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষে ছিল কোর্স মূল্যায়ন, সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ভিকার জেনারেল, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, ফাদার সামুয়েল মিন্টু বৈরাগী, ফাদার সঞ্চয় গোমেজ, ফাদার লিন্টু রায় এবং সিস্টারগণ। প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করেন যুব কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস॥

ভাটারা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক ঐশ করুণা যিশুর পর্ব

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাটারা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক ঐশ করুণার যিশুর পর্ব, ১২ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে মহাসমারোহে পালন করা হয়। বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত, ফাদার ও সিস্টারদের উপস্থিতিতে ফাদার তপন সি ডি'রোজারিও পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। তিনি বাইবেলের আলোকে সহভাগিতায় ঈশ্বরের অপরিসীম ভালোবাসার বিষয়গুলো তুলে ধরেন। অপব্যয়ী পুত্র, পতিতা নারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের করুণা, দয়া ও ক্ষমার বিষয়টি তুলে ধরেন। সিস্টার ফস্টিনার মধ্যদিয়ে ঐশ করুণার বিভিন্ন বার্তাগুলো তিনি সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের পরপরই খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে সকল ফাদারদের পর্বীয় শুভেচ্ছা জানানো হয়। ধর্মপল্লীর পক্ষে ফাদার শীতল টি কস্তা, পাল-পুরোহিত, ভাটারা ধর্মপল্লী - তিনি ফাদার, সিস্টার ও ভাটারাবাসীসহ অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে আগত সকল খ্রিস্টভক্তদের পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও ভাটারা ধর্মপল্লীর কেন্দ্রীয় যুব সংগঠন - 'ভাটারা মিশন যুব সংঘ' এর পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত বাৎসরিক মুখপত্র 'ঐশ করুণা' প্রকাশ করা হয় যা ফাদার শীতল টি কস্তা, ফাদার তপন সি. ডি'রোজারিও ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া উদ্বোধন করেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পরপরই ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্ত সকলেই পরস্পরের সাথে পর্বীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করে॥

আলোচিত সংবাদ (১৭ পৃষ্ঠার পর)

দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হয়ে উঠেছে এশিয়া। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও) নতুন এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ার প্রেক্ষাপটে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

প্রতিবেদনে ডব্লিউএমও জানিয়েছে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ায় প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রধান কারণ ছিল বন্যা ও ঝড়। অন্যদিকে তাপপ্রবাহের প্রভাব আরও তীব্র হয়েছে।

এশিয়ায় প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রধান কারণ ছিল বন্যা ও ঝড়।

ডব্লিউএমও বলছে, গত বছর এশিয়ায় ৭৯টি দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল বন্যা ও ঝড়। এর ফলে ২ হাজারের বেশি লোক মারা যায় এবং ৯০ লাখ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ডব্লিউএমও প্রধান সেলেস্তে সাওলো এক বিবৃতিতে বলেছেন, এশিয়া অঞ্চলের অনেক দেশ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তাদের রেকর্ডে থাকা সর্বোচ্চ উষ্ণতম বছর পার করেছে। পাশাপাশি খরা ও তাপপ্রবাহ থেকে শুরু করে বন্যা ও ঝড়ের মতো চরম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে॥

তথ্যসূত্র: তথ্যসূত্র: বিবিসি প্রতিদিন জনকণ্ঠ, বিবিসি প্রতিদিন, আলজাজিরা, জামাইকা অবজারভার, ডব্লিউএমও, আল-জাজিরা, ইন্ডেফাক।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি
ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায়
কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,
তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষীবাজার, ঢাকা

বাবা,

বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পূর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়, শ্রেয়।

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

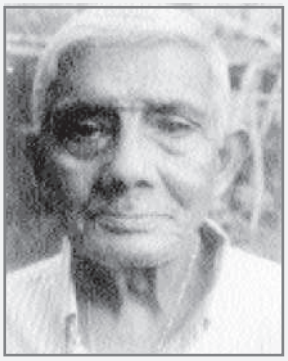

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম: ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,
২৪ বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছ্বলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/৮৯/২৪

IN LOVING MEMORY

EDWARD D'COSTA

OCTOBER 17, 1930
APRIL 27, 2003

FR. ANOL TERENCE D'COSTA, CSC

MARCH 09, 1969
MARCH 16, 2024

PLEASE JOIN US AS WE REMEMBER MY FATHER, THE LATE EDWARD D'COSTA, ON THE 21ST ANNIVERSARY OF HIS PASSING, AND HONORING OUR YOUNGER BROTHER, FR. ANOL TERENCE D'COSTA, CSC, AT HIS 40-DAY MEMORIAL MASS, FOLLOWED BY LUNCH.

SUNDAY, APRIL 28, 2024

MASS STARTS AT 12:00 PM,
LED BY FR. TIAS GOMES, CSC.
&
ROSCOE NIX ELEMENTARY SCHOOL
1100 CORLISS ST, SILVER SPRING, MD 20903

SHAMAL D'COSTA # 240-392-7089
BIMAL D'COSTA # 301-675-5534

বিজ্ঞ /৮৭/২৪

"দাও প্রভু দাও তাদের অনন্ত জীবন"

'এডুওয়ার্ড ফ্যামিলি'র প্রয়াত প্রিয়জনদের আত্মাকে হে প্রভু, অনন্ত শান্তি দাও

মি. ফ্লেভিয়ান ফারনানন্ডেছ
বড় জামাতা
জন্ম : ১৪ নভেম্বর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

মি. বিমল নিকোলাস রোজারিও
মেজো জামাতা
জন্ম : ৭ অক্টোবর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মিসেস ঝর্ণা ডরোথী কস্তা
মেজো বৌমা
জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত এডুওয়ার্ড ফ্যামিলি

স্ত্রী: মিসেস শান্তি হেলেন ডি'কস্তা
ছেলে: নির্মল, বিমল, শ্যামল ও ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি
মেয়ে: স্মৃতি, শুক্লা ও নয়ন মেরী কস্তা
গ্রাম: দড়িপাড়া (সাহেব বাড়ী), পোঃঅঃ কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর

বিজ্ঞ /৮৭/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 15
Regd. No. DA-33
❖ 28 April - 4 May, 2024, ১৫ - ২১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org